ট্রুথ সেন্টারড ট্রান্সফরমেশন

মডিউল ২

আল্লাহ্‌র রাজ্য
শিক্ষক সহায়িকা

Truth Centered Transformation is a ministry of Reconciled World learn more at tctprogram.org

Reconciled World

ট্রুথ সেন্টারড ট্রান্সফরমেশন মডিউল-২, কিংডম অব গড্ (ঈশ্বরের রাজ্য) সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ©২০২০ভারসন ৪. রিকন্সাইল্ড ওয়ার্ল্ড, ফিনিক্স, অ্যারিজোনা, যুক্তরাষ্ট্র, www.reconciledworld.org
এই রচনাটি ক্রিয়েটিভ কমনস অ্যাট্রিবিউশনস-শেয়ার অ্যালাইক ৩.০ লাইসেন্সের অধীনে পাওয়া যাবে। আপনাকে নীচের শর্ত সাপেক্ষে এই কাজটি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে ও অনুলিপি করতে, বিতরণ করতে ও অন্যের কাছে পাঠাবার জন্য অনুমতি দেওয়া ও উৎসাহ দেওয়া হোল: স্বীকারোক্তি - আপনাকে অবশ্যই এই কথাটি লিখে রাখতে হবে।

স্বীকারোক্তি করতে হবে: সর্বস্ত্ব ©২০১২। রিকন্সাইল্ড ওয়ার্ল্ড,কর্তৃক ক্রিয়েটিভ কমনস অ্যাট্রিবিউশনসশেয়ার অ্যালাইক ৩.০ লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত । এ বিষয়ে আরও জানবার জন্য ভিজিট করুন:
www.creativecommons.org

বিনা-লাভে বিতরণ - আপনি এই রচনাটি ব্যবসা বা লাভ করার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না।

আপনি যদি এই রচনাটি অনুবাদ করতে চান, তাহলে দয়া করে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: এই রচনার সকল শাস্ত্রাংশগুলো, যদি বিশেষভাবে বলা না হয়ে থাকে তাহলে, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত কিতাবুল মোকাদ্দস, পুরাতন কেরী ভার্সন হতে নেওয়া হয়েছে।

শুরু করার পূর্বে

একটি অধ্যায় শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হোন

১. শিক্ষক সহায়িকাটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, যদি সম্ভব হয় বেশ কয়েকবার পড়বেন। মার্জিনের পাশে আপনি গুরুত্বপূর্ণ নোট নিয়ে রাখতে পারেন এবং সেই সাথে দাগ দিয়ে রাখতে পারেন যেন আপনি সহজে মনে করতে পারেন।

২. প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল বিষয় গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখুন তাহলে আপনি সহজেই বুঝবেন এই অধ্যায় থেকে অংশগ্রহণকারীরা কি শিক্ষা পাবে।

৩. প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে কিতাবের যে আয়াত দেয়া আছে সেগুলো পড়ুন।

৪. প্রত্যেক অধ্যায় শুরু করার পূর্বে সেই অধ্যায়ের সাথে কি কি উপাদান লাগবে সেটা দেখে নিন এবং অংশগ্রহণকারীদের সহায়িকাটি সকলের জন্য প্রিন্ট করা আছে কিনা সেটা লক্ষ্য রাখবেন ও কোন অধ্যায়ের সাথে ভিজ্যুয়াল এইড যাবে সেদিকেও লক্ষ্য রাখুন।

৫. মনে রাখবেন প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো করতে আপনি স্বচ্ছন্দ কিনা (নাটক, খেলা, ভিজ্যুয়াল এইড)। শিক্ষাদানের পূর্বে আপনি এগুলো আপনার পরিবার বা বন্ধুদের সাথে অনুশীলন করতে পারেন।

৬. আল্লাহ্ যেন শিক্ষার্থীদের হৃদয় প্রস্তুত করেন, আল্লাহ্ তাদের কি বলতে চান সেই রব শোনার ও সেভাবে কাজ করার এবং আল্লাহ্ নিজে যেন সমস্ত ম্যাটেরিয়াল ও অধ্যায়ের মাধ্যমে কাজ করেন, এই সকল বিষয়ে মোনাজাতে সময় নিন। মনে রাখবেন একমাত্র আল্লাহ্র শক্তিতেই আমরা লোকদের পরিবর্তন দেখতে পাই।

শিক্ষাদানে সহায়ক কিছু পরামর্শ

১. চেষ্টা করুন নির্দিষ্ট সময়ের আগে পৌছানোর এবং আপনার ম্যাটেরিয়াল/উপকরণ ও যে স্থান ব্যবহার করবেন সবকিছু গুছিয়ে নিন।

২. ম্যাটেরিয়াল/উপকরণ কখনো দ্রুততার সাথে ব্যবহার করবেন না। আলোচনা, অনুশীলন, এবং চা-বিরতির জন্য ভালোভাবে পরিকল্পনা করুন। এর লক্ষ্য হলো যেন অংশগ্রহণকারীরা যা শিখেছে তা বোঝার সময় পায় এবং শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে যুক্ত করতে পারে। একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একই ধারা বজায় রাখুন যেন সকলে বুঝতে পারে। এই পাঠ্যক্রমের কোন কোন বিষয় আছে যার জন্য একটু বেশী সময় বা একটি পুরো দিনেরও প্রয়োজন হতে পারে।

৩. মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করুন। প্রত্যেক সেশনের শুরুতে আগের ক্লাশে বা পাঠে কি শিখেছে সেই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করুন। আগে কি শিখেছে সেটা পুনরায় আলোচনা মানুষকে আরও বেশী স্বরণ রাখতে সাহায্য করে।

৪. শিক্ষক সহায়িকাটি ভালো ভাবে লক্ষ্য করুন এবং নোটগুলো ব্যবহার করুন।

৫. প্রত্যেক অধ্যায়ের চারটি অংশ যুক্ত হয়েছে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন।

ক. আলোচ্য বিষয়ের ভূমিকা- বিভিন্ন কর্যক্রম বিষয়টি তাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করবে।

খ. নতুন তথ্য দিন- বিভিন্ন উপায়ে আপনি নতুন তথ্য দিতে পারেন।

গ. শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার উপরে তাদের কোন কাজ দেয়া- অন্যদের সাথে কাজ করা, নতুন কিছু তৈরী করা, অথবা কোন কাজ করা এমন বিভিন্ন কর্যক্রমের মাধ্যমে শির্ক্ষাথীরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

ঘ. শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে মিলে যেতে পারে এমন তথ্য ব্যবহার করা- পাঠ্যক্রমটির শেষে শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে যে তারা তাদের জীবনে যা শিখেছে এমন নতুন তথ্য প্রয়োগ করবে।

৬. প্রাপ্তবয়স্কদের শেখার নীতিগুলো এবং প্রশিক্ষণের জন্য শেখানো অন্যান্য দক্ষতা পর্যালোচনা করুন।

ক. সঠিক নির্দেশনা দিন।

খ. সবাই উত্তর দিতে এমন ধরণের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

গ. অংশগ্রহণকারীদের সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ দিন।

ঘ. লোকেরা আবিষ্কারের মাধ্যমে আরও ভাল শিখতে পারে এমন কিছু বলবেন না।

ঙ. লোকদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের জানার উপরে ভিত্তি করে সবকিছু তৈরী করুন।

চ. অংশগ্রহণকারীদের সাড়া পাবার জন্য ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করুন।

৭. প্রত্যেককে অংশ নিতে, আলোচনা করতে এবং সহযোগীতা করতে উৎসাহিত করুন। অনেকেই আছে যারা একটু লজ্জা পায় তাদের বিব্রত না করে অংশগ্রহণ করানোর জন্য ভিন্ন উপায় খুঁজে বের করুন।

৮. দিনের বিভিন্ন সময়ে মোনাজাত করুন যেন আল্লাহ্ আপনার ও শির্ক্ষাথীদের মধ্যে আরও নতুন বিষয় দেন।

কিভাবে শিক্ষক সহায়িকাটি ব্যবহার করবেন

১. **উদ্দেশ্য এবং উপকরণ:** প্রত্যেক অধ্যায় এই সেকশনের মাধ্যমে শুরু হবে।

ক. মূল ধারণা- এগুলো হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারণা যা প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে পুনরায় আলোচনা করুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন যে তারা সঠিক ধারণা লাভ করেছে কিনা।

খ. উপকরণ- প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে কি কি উপকরণ প্রয়োজন হতে পারে সেটা উল্লেখ্য করা আছে। আপনি চাইলে সকলের জন্য একটি করে শিক্ষার্থীদের সহায়িকা কপি তৈরী করে দিতে পারেন অথবা যে অধ্যায়ের জন্য প্রয়োজন শুধু সেই অধ্যায়টি কপি করে দিতে পারেন। যদি আপনি শিক্ষার্থীদের সহায়িকাটি ব্যবহার করতে না চান তাহলে, কিতাবের আয়াত এবং প্রশ্ন একটি হোয়াইট বোর্ডে বা পোষ্টারে অথবা আয়াতগুলি ছোট ছোট কাগজের টুকরোতে প্রত্যেক দলের জন্য লিখে দিতে পারেন। আমরা প্রত্যেক বড় দলের শিক্ষাদানের জন্য পোষ্টার পেপার, একটি হোয়াইট বোর্ড, অথবা চকবোর্ড ব্যবহারের অনুরোধ করে থাকি।

গ. নিচের বিষয়গুলি কখন ব্যবহার করবেন সেই বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকা আপনাকে সাহায্য করবে:

- **শিক্ষার্থী সহায়িকা** - এইভাবে লেবেল করা হবে।
- **ভিজ্যুয়াল এইডস্** - এইভাবে লেবেল করা হবে।

২. **শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:** এই ট্রেনিংটি ভালোভাবে পরিচালনা করার জন্য এখানে কিছু বিশেষ নির্দেশনা দেয়া আছে। তবে এই বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা যাবে না। আপনাকে এই নির্দেশনাগুলি আগে পড়ে নিতে হবে যেন আপনি আলোচনা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য নিজেকে আগে থেকে প্রস্তুত করে নিতে পারেন। এখানে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর ইটালিক(*বাকা*) করা থাকবে যা আপনাকে সাহায্য করবে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে কি ধরণের উত্তরের ধারণা দিতে পারেন। তবে মনে রাখবেন যে উত্তর গুলি এখানে লেখা আছে এগুলোই ভালো উত্তর নয় অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আরও ভালো উত্তর আসতে পারে।

৩. **সময় রক্ষা করা এবং পরিচালনা করা:** প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে সময় দেয়া হয়নি।

ক. প্রত্যেক অধ্যায়ে যা লেখা আছে তা অংশগ্রহণকারীদের বুঝানোর জন্য আপনি সময় নিতে পারেন। সময় রক্ষার করার চেয়ে আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয় বুঝতে পেরেছে কিনা।

খ. মনে রাখবেন যে শিক্ষা দিবেন তার জন্য কিছু সময় রাখবেন যেন সে মোনাজাত, আত্মসাক্ষ্য, কোন সমস্যার জন্য সমাধান দিতে পারা এবং সবশেষে একসাথে মোনাজাত করতে পারে।

অনুশীলনী ১: আল্লাহ্‌র রাজ্য

মূল বিষয়
আল্লাহ্‌র রাজ্য হল সেই জায়গা যেখানে ঈসা হলেন রাজা এবং সেখানে তার আইন/নির্দেশ অনুসরণ করা হয়। আল্লাহ্‌র রাজ্য তখনই বৃদ্ধি পায় যখন লোকেরা আল্লাহ্‌র বাধ্য হয় এবং যখন আমরা পুরোপুরি ভাবে আল্লাহ্‌র বাধ্যতায় জীবনযাপন করি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: নেই

আল্লাহ্‌র রাজ্য কি?

দলীয় আলোচনা
যখন ঈসা এই পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি তাঁর পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলেন। নতুন নিয়মে ৯৮ বার তাঁর পরিকল্পনার কথা লেখা রয়েছে। বলেছেন তাকে কেন পাঠানো হয়েছে এটাই তার মূল কারণ এবং এই কারণে তিনি তার শিষ্যদের পাঠাচ্ছেন অন্যদেরকে ভালোভাবে শেখানোর জন্য। পৌল এই বিষয়ে কথা বলেছেন, এবং আমরা এই বিষয়ে মোনাজাত করার জন্য উৎসাহ বোধ করি।

- আপনি কি জানেন সেই বিষয়টি কি?

ছোট দলের আলোচনা
নিচের আয়াতগুলো পড়ুন এবং প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন:

- মথি ১০:৫-৮ আয়াত- ঈসা তাঁর শিষ্যদের কি বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন?
- লূক ৪:৪৩- ঈসাকে কেন পাঠানো হয়েছিল?
- প্রেরিত ১:৩- ঈসা তার শেষ চল্লিশ দিনে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন?
- প্রেরিত ২৮:৩০-৩১- পৌল কি বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন?

পুনরালোচনা

আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। আমরা উপরের এই সকল আয়াতে দেখতে পাই, ঈসা এবং পৌল দুজনেই এই মূল বিষয়ের উপরে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি, ঈসা তাঁর শেষ ৪০ দিনে এই বিষয়ে শিক্ষাদান করে গিয়েছেন। যদি আপনি জেনে থাকেন যে লোকদের শিক্ষাদান করার জন্য আপনার মাত্র ৪০ দিন সময় রয়েছে, তাহলে আপনি পরিষ্কারভাবে লোকদের কি শিক্ষা দিবেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রত্যেকের জন্যই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তবে যাই হোক, আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা "আল্লাহ্‌র রাজ্য" কথাটির বিষয়ে পুরোপুরি ধারণা রাখেন না।

যুগ্ম (জোড়া) কার্যক্রম

- আপনি একজন নতুন বিশ্বাসীকে আল্লাহ্‌র রাজ্য কথাটির কি ব্যাখ্যা দিবেন?

পুনরালোচনা

আল্লাহ্‌র রাজ্য ব্যাখ্যা দেয়া কোন কঠিন বিষয় নয়। আল্লাহ্‌র রাজ্য হল যেখানে ঈসা হলেন রাজা এবং লোকেরা তাঁর আইন/নির্দেশ অনুসরণ করে। যখনই আমরা দেখব লোকেরা আল্লাহ্‌র বাধ্যতায় চলছে এবং তাঁর ইচ্ছাপূরণ করছে, মনে রাখতে হবে সেখানেই আল্লাহ্‌র রাজ্যের একটি অংশ রয়েছে। ঈসা পূনর্বার না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাজ্যের পূর্ণতা পাবে না এবং সমস্ত কিছু আবার নতুন করে সৃষ্টি হবে যেখানে কোন পাপ থাকবে না।

ঈসা আমাদের রাজা

দলীয় আলোচনা

- একজন রাজার আচরণ কেমন?
- আপনার কি মনে হয় ঈসা একজন পার্থিব রাজার মত? কেন তিনি একইরকম? কেন তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে?

ঈসা একজন অপূর্ব রাজা। তিনি সমস্ত কিছু জানেন। তিনি সর্বশক্তিমান; তিনি পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ; তিনি জানেন সমস্ত কিছু একসাথে কিভাবে কাজ করে। তিনি পৃথিবীর ভালো চান এবং একই সাথে তিনি আমাদেরও ভালো চান। তার অনুশাসন আমাদের মঙ্গলের জন্য।

থাইল্যান্ডের পূর্বের রাজ্যের এই গল্পটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন

থাইল্যান্ড একটি রাজ্য! সেখানকার পূর্বের রাজা, রাজা ভূমিবল আদুল্যাদেজ, একজন অসাধারণ রাজা ছিলেন যাকে তার দেশের লোকেরা অনেক ভালোবাসতেন। এমনকি তার মৃত্যুর পরেও, লোকেরা তাকে ভক্তিভরে স্বরণ করে। তিনি বলেছিলেন তার হলুদ রং পছন্দের, তাই লোকেরা সোমবার দিন

সবাই হলুদ রংয়ের কাপড় বা শার্ট পরে। এমনকি তিনি বলেছিলেন তার স্ত্রীর পছন্দের রং বেগুনী, তাই অনেক লোক আছে যারা শুক্রবার বেগুনী রংয়ের কাপড় পরে। তিনি লোকদের কাছে এতটাই আদরনীয় বা সম্মানীয় ছিলেন যে তার বলা প্রিয় রংও লোকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে।

তার শাসনামলে, সৈন্যবাহিনী থাইল্যান্ডের সরকার দখল করে ফেলে। এই কারণে রাস্তায় অনেক মারামারি হচ্ছিল। সরকার সমর্থনকারীরা সেনাবাহিনীর লোকদের সাথে মারামারি করছিল। প্রত্যেকেই ভয়ে ছিল যে এই ঘটনা হয়তো অনেক কঠিন রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু অবশেষে রাজা তার মুখ খুললেন। তিনি সকলকে মারামারি বা আন্দোলন বন্ধ করার আদেশ দিলেন এবং ভোটের জন্য সবাইকে প্রস্তুত হতে বললেন। মূহুর্তের মধ্যে আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। কেউ রাজাকে প্রশ্ন করার সাহস পায়নি; কিন্তু তিনি যা বলেছেন সবাই সেটা করতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি যদি তারা এই সিদ্ধান্তে রেগে গিয়েও থাকে, তারপরও এতে কোন যায় আসে না। কারণ রাজা কথা বলেছেন এবং রাজাকে সন্তুষ্ট করা তাদের অনুভূতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

- রাজার ইচ্ছা কীভাবে লোকদের মধ্যে প্রভাব ফেলে?
- আপনি এমন কোন রাজাকে জানেন যিনি এমন?
- কেন লোকেরা রাজার কথা শোনে? এটি ভালোবাসার কারণে শোনে নাকি ভয়ের কারণে?
- থাই লোকেরা যেভাবে তাদের রাজাকে সম্মান দিয়েছে আপনিও কি একইভাবে আপনার রাজা ঈসাকে সম্মান দেন? আমরা কি আমাদের কাজের দ্বারা ঈসাকে সম্মান করার চেষ্টা করি?

আমরা আল্লাহ্‌র রাজ্যের একটি বড় অংশ, এবং ঈসা আমাদের রাজা। আমাদের উচিত রাজাকে সন্তুষ্ট করা এবং তিনি যা বলেন সেই সকল কাজ করা ঠিক যেভাবে থাইল্যান্ডের লোকেরা তাদের রাজার সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকে। থাইল্যান্ডের লোকেরা তাদের রাজাকে এত ভালোবাসে যে রাজার পছন্দের রং তাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে আমাদের জীবন কি ঈসা মসীহ্ দ্বারা আরও বেশী প্রভাবিত হবে না?

আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠনের আহ্বান

দলীয় আলোচনা

মথি ৬:৯-১০ আয়াত পড়ুন

- ঈসা কি বিষয়ে মোনাজাত করতে বলেছেন?
    - *তাঁর রাজ্য আইসুক এবং ইচ্ছা সিদ্ধ হোক।*

আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য তৈরী করতে চান। দুটি মূল উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠন করতে পারি।

১. লোকদের নাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রাজ্যে সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
২. লোকেরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সকল পূরণ করবে।

যদি আমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে আরও বেশী সম্পন্ন হতে দেখতে চাই, তাহলে আমাদের দেখতে হবে লোকেরা নাজাত পাচ্ছে এবং আল্লাহ্‌র বাধ্য হচ্ছে, এবং আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। পরবর্তী ট্রেনিং-এ আমরা সুসমাচার তাবলিকের বিষয়ে পুরোপুরি জানতে পারব। কিন্তু এখন আমাদের মনে রাখতে হবে যারা এখনো ঈসায়ী হননি তাদের কাছে মসীহ্‌র সুসমাচার নিয়ে আমাদের পৌঁছাতে হবে।

সমস্ত কিছুর উপর বাধ্যতার বিষয়ে আল্লাহ্‌র আহ্বান

দলীয় আলোচনা

কলসীয় ৩:১৭ এবং ১ করিন্থীয় ১০:৩১.

আল্লাহ্ চান যেন আমরা সর্বদা তাকে সম্মান করি ও তাঁর বাধ্য হই। এই আয়াতগুলো আমাদের বলে যে, আমরা যা কিছু করি না কেন, আল্লাহ্‌র মহিমার জন্য সেই সকল আমাদের করা উচিত। দুটি আয়াতেই একই কথা বলা হয়েছে যে, "আমরা যা কিছু করি না কেন।" কলসীয়তে বলা হয়েছে: "আর কালাম কি কার্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু ঈসার নামে কর, তাঁহার দ্বারা পিতা আল্লাহ্‌র ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর।" করিন্থীয়তে বলা হয়েছে: "অতএব তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর, সকলই আল্লাহ্‌র গৌরবার্থে কর।" পৌল এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন যেন আমরা যা করি না কেন তা যেন আল্লাহ্‌র গৌরবার্থে বা তার মহিমার জন্য করি।

- আমাদের খাবার খাওয়ার মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহ্‌র গৌরব আনতে পারি?
    - *ধন্যবাদের সাথে খেতে পারি, কোন অভিযোগ না দিয়ে। নিজের যা আছে তার জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেয়া।*
    - *খাবার সময় একে অন্যকে উৎসাহ দেয়া।*
    - *যাদের পর্যাপ্ত খাবার নেই তাদের আমন্ত্রণ জানানো বা আপনার সাথে খেতে উৎসাহিত করা।*
    - *পরিবারের সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাবার আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।*

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা : *একটি বোর্ডে নিচের তালিকাটি আকুঁন। প্রথম দুটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করুন। এরপর প্রত্যেককে নিয়ে আরও ১০টি কার্যক্রমের তালিকা তৈরী করুন। এরপর পুরো দলটিকে ছোট ছোট দলে ভাগ করুন এবং প্রত্যেক দলকে এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বলুন যার মাধ্যমে তারা দুই ও তিন নম্বার কলামে লিখতে পারবে।*

প্রতিটি কার্যক্রমের সময় চিন্তা করুন:

- এই সকল কাজ করার সময় মানুষের মধ্যে সাধারণত কোন ধরনের আচরণ প্রকাশ পায়?
- কীভাবে আমরা এই কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র গৌরব আনতে পারি?

কার্যক্রম	সাধারণ মনোভাব	আল্লাহ্‌কে গৌরবান্বিত করার পরবর্তী পরিকল্পনা
পাত্র বা কাপড় ধুয়ে দেয়া	*তাড়াতাড়ি শেষ করা এবং অভিযোগ দেয়া*	*আমি আরও ভালোভাবে কাজ করবো যেন জিনিসগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারি। আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে গান গাইবো, তাঁকে ধন্যবাদ দিব কারণ আমি কাজ করতে পারি, এবং আমার এই কাজ তাঁর জন্য।*
ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করা	*এখনো অনেক আগাছা রয়েছে কারণ এটি পরিষ্কার করা কঠিন। লোকেরা অনেক দেরীতে এই কাজ শুরু করে এবং ভালোভাবে কাজ শেষ করে না।*	*আমি সকাল সকাল কাজ শুরু করব এবং সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করব। আমি কাজ করার সময় আরাধনা করব এবং গর্বিত হবো কারণ আমার পরিবার ও আল্লাহ্‌র জন্য আমি ভালো কাজ করেছি।*

উপসংহার

ঈসা আমাদের রাজা। তিনি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, ক্ষমতাবান, জ্ঞানী রাজা। তিনি তাঁর লোকদের সবচেয়ে ভালো চিন্তা করে থাকেন। তাঁর অনুসারী হিসেবে আমাদের উচিত জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁর অনুশাসন মেনে চলা। একটি অনুশাসন হল আমরা যা কিছু করি না কেন তার দ্বারা আল্লাহ্‌কে গৌরব দেয়া।

একক প্রতিফলন

প্রতিদিনের কাজের তালিকা দেখতে হবে। সেখান থেকে যে কোন দুটি কাজ ঠিক করতে হবে যার দ্বারা আল্লাহ্‌র গৌরব হয়। আগামী কয়েক মাস এই বিষয়ের উপরে কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করুন।

মোনাজাত

আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠন এবং আমাদের পরিকল্পনা কাজে লাগানোর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করার জন্য সময় নিন।

অনুশীলনী ২: বেহেশতী রাজ্যের জীবনযাত্রা

মূল বিষয়
কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয় কীভাবে একজন আল্লাহ্‌র রাজ্যের লোকের মত জীবন যাপন করতে হয়।

উপকরণ

১. শিক্ষার্থী সহায়িকা: রাজ্যের মূল বিষয় ওয়ার্কশিট (প্রতি দলের জন্য প্রিন্ট করুন)।

প্রথমে আল্লাহ্‌র বিষয়ে চিন্তা করুন

দলীয় আলোচনা
মথি ৬:২৫-৩৩ পড়ুন।

- লোকেরা কি বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল?
- এগুলো কি আত্মিক বিষয় নাকি সাধারণ বিষয়?
- ঈসার উত্তর কি ছিল?
- ঈসা এখানে কি বোঝাতে চেয়েছেন বলে আপনি মনে করেন? আমরা কীভাবে সমস্ত কিছুতে আল্লাহ্‌র রাজ্যকে খুঁজে নিতে পারি?

এটি বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে যে লোকেরা যখন ঈসার কাছে এসেছিল তখন তিনি তাদের বলেছিলেন যে তারা খাওয়া-পরা অনেক বেশী ব্যস্ত, তিনি মূলত তাদের বলতে চেয়েছেন "প্রথমে তাঁহার রাজ্যের বিষয়ে চিন্তা করো।" এর দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? এর অর্থ কি এই যে আমাদের কখনই এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়, তবে আমাদের সমস্ত সময় মোনাজাতের মতো রূহানিক কাজে ব্যয় করা উচিত? আমরা যদি এমনটাই করতাম তাহলেও কি আমাদের জীবন নিখুঁত হতো?

সৌভাগ্যবশত আমাদের জন্য এমন একজন রয়েছেন যিনি নিখুঁত জীবন যাপন করেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালন করেন: ঈসা (ইউহোন্না ১৪:৩১)। যদি আমরা আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিষয়ে আরও বেশী জানতে চাই বা অন্বেষন করতে চাই তাহলে আমাদের ঈসার জীবনের দিকে তাকানো প্রয়োজন।

ছোট দলের আলোচনা
নিচের আয়াতগুলো দেখুন। ঈসা কি কাজ করেছেন সেই বিষয়ে এই আয়াতগুলো কি শিক্ষা দেয়?

- মার্ক ৬:৩ *ঈসা একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন*
- ইউহোন্না ২১:৯-১৪ *ঈসা তাঁর শিষ্যদের জন্য রান্না করতেন*
- মার্ক ১:৩৫ *ঈসা একাকি মোনাজাত করেছেন*
- মার্ক ৪:৩৮ *ঈসা বিশ্রাম নিয়েছেন।*
- ইউহোন্না ২:১-২ *ঈসা একটি বিয়েতে গিয়েছিলেন।*
- মার্ক ২:১৫ *ঈসা তাঁর বন্ধুর বাড়িতে খাবার খেয়েছেন। (সেখানে অনেক লোক ছিল। সেখানে মূলত রাতের খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল।)*
- মথি ১৪:১৪ *ঈসা লোকদের সুস্থ করেছেন।*
- মার্ক ১:৩৯ *ঈসা বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন, এবং মন্দ আত্মা দূর করেছেন।*

ঈসা একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি লোকদের শিক্ষা দেয়া থেকে শুরু করে তাঁর শিষ্যদের জন্য রান্নাও করেছেন। শুধুমাত্র লোকদের শিক্ষাদান বা সুস্থ করাই নয়, তিনি এতকিছুর মধ্যে থেকেও নিখুঁত জীবন যাপন করেছেন। ঈসার জীবনের এমন কোন অংশ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিপরীতে চলে গিয়েছিলেন।

আল্লাহ্‌র রাজ্যের অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টি মনে রাখা উচিত, আমাদের যে সবসময় মোনাজাত করতে হবে বা তাবলিক করতে হবে তা নয়। বরং আমাদের সেই কাজগুলোই করতে হবে যার দ্বারা আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন এবং যা তাঁকে মহিমান্বিত করে।

আমাদের উৎস

দলীয় আলোচনা

- আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টজনক জীবন যাপনের বিষয়ে আমরা কি থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি বা জানতে পারি?
    - *কিতাব থেকে!*

যখন আমরা মূল্যবান কোন জিনিস ক্রয় করি, তার সাথে একটি ম্যানুয়াল থাকে যেখানে জিনিসটি ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়া থাকে। জিনিসটি যে কোম্পানি থেকে তৈরী করা হয় তারাই এই ম্যানুয়াল তৈরী করে। তারা জানে কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হয় এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করলে অনেক দিন পর্যন্ত এটি ভালো থাকবে। যদি আমরা আমাদের ক্রয়কৃত জিনিস থেকে ভালো ফলাফল পেতে চাই তাহলে আমাদের এর ম্যানুয়াল পড়তে হবে।

আল্লাহ্ও এমনই। তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের পরিকল্পনাকারী এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের বিষয়ে পরিকল্পনা করেছেন এবং আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি জানেন কীভাবে তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে ভালো বিষয় চিন্তা করেছেন, এবং তিনি নির্দেশনার জন্য একটি ম্যানুয়াল তৈরী করেছেন। এর নাম হল কিতাবুল।এখানে তিনি বলেছেন আমাদের জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদের কীভাবে চলা উচিত। আমাদের এই বিচ্ছিন্ন পৃথিবী এবং সমাজগুলি/সম্প্রদায়গুলিকে নিরাময় করার জন্য কিতাবে সমস্ত নির্দেশনা এবং প্রজ্ঞার বিষয়ে বলা হয়েছে। আমরা যদি সর্বোত্তম সম্ভাব্য জীবন চাই এবং আমাদের সমাজের/সম্প্রদায়ের পরিবর্তন দেখতে চাই তবে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেখানে যা লেখা আছে তা আমাদের পড়তে, বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে হবে।

ছোট দলের আলোচনা (ঐচ্ছিক)।

- কিতাবে আপনি কি কি নির্দেশনা, নিয়ম অথবা আদেশ পেয়েছেন?
- এই নির্দেশনা গুলি কি আমাদের জন্য ভালো বলে আপনার কাছে মনে হয়?

পুনরালোচনা

আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কিতাবের অনুশাসন মেনে চলা

আল্লাহ্ আমাদের কিতাব দিয়েছেন, যেখানে লেখা আছে কীভাবে জীবন যাপন করা আমাদের প্রয়োজন যা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে। যদি আমরা আমাদের প্রতি পদে আল্লাহ্র বাধ্য হই, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এই বিষয়ে কিতাব আমাদের কি শিক্ষা দেয়। আমাদের সংস্কৃতি থেকে এটি কতটা আলাদা বা একই? যদি আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র রাজ্য তৈরী করতে চাই তাহলে আমাদের আল্লাহ্র পথ সর্ম্পকে আমাদের জানতে হবে।

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *প্রথমটি বড় দলের জন্য একটি উদাহরণস্বরূপ। এরপর সবাইকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিন। প্রতি দলতে ৩-৪ লাইনের কাজ দিন এবং তাদের জানতে সাহায্য করুন, যদি তারা আগে শেষ করে, তাহলে তারা অন্য লাইনগুলো পূরণ করতে পারে।*

শিক্ষার্থী সহায়িকাতে এই টেবিলটি দেয়া আছে সেটি পূরন করুন। প্রতিটি ক্ষেত্রে চিন্তা করুন আপনার সংস্কৃতি সেই বিষয় সর্ম্পকে কি বলে। এরপর আয়াতগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন এবং দেখুন কিতাবে কি বলা হয়েছে।

পুনরালোচনা

যখন ছোট ছোট দলের কাজ শেষ হবে, টেবিলের প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি লাইন পড়ুন, এবং যে দল এগুলো লিখেছে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার সময় দিন।

মূল্য	শাস্ত্র	আমাদের সংস্কৃতি/ঐতিহ্য	আল্লাহ্র রাজ্য
একজন নেতার আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন	মথি ২০:২৫-২৮	লোকেরা নেতাদের সেবা করে বা তাদের হয়ে কাজ করে। নেতারা বলে দেয় লোকদের কি করতে হবে।	নেতারা লোকদের সেবা করে
একজন স্বামী হিসেবে আমাদের কেমন হওয়া প্রয়োজন	কলসীয় ৩:১৯ ১ পিতর ৩:৭ ইফিষীয় ৫:২৫, ২৮, ৩৩		
স্ত্রী হিসেবে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন	পয়দায়েশ ২:১৮ ইফিষীয় ৫:২২-২৪, ৩৩		
সন্তানদের সাথে আমাদের কেমন আচরণ করা প্রয়োজন	*জবুর* ১২৭:৩ ইফিষীয় ৬:৪		
অন্যদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন	মথি ২২:৩৬-৪০ লূক ১০:২৫-৩৭		
শত্রুদের সাথে আমাদের আচরণ	লূক ৬:২৭-৩১		

কেমন হওয়া প্রয়োজন			
কার্যক্ষেত্রে আমাদের আচরণ	কলসীয় ৩:২২-৪:১ ইফিষীয় ৬:৭-৮		
পরিবেশের প্রতি আমাদের আচরণ	জবুর-শরীফ ২৪:১ পয়দায়েশ ১:২৮-৩০ পয়দায়েশ ২:১৫		
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	মথি ৬:২৫-৩৪ মথি ২২:৩৬-৪০		
মৃত্যু এবং মরার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি	ইউহোন্না ১১:২৫-২৬ ইবরানী ২:১৪-১৫ প্রকাশিত কালাম ১:১৭-১৮		
দুঃখ বা যন্ত্রনায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি	লূক ৬:২২-২৩ ২ করিন্থীয় ১:৮-১১		

দলীয় আলোচনা

- আপনার সংস্কৃতির কোন বিষয়টি আল্লাহ্‌র রাজ্যের ধারণার সাথে মিলে যায়? কোন বিষয়টি আলাদা?
- অন্যান্য এমন কি ক্ষেত্র রয়েছে যা আপনি ভাবতে পারেন যেখানে আমাদের সংস্কৃতি এবং কিতাব যা বলে তার চেয়ে আলাদা?
- কীভাবে আমরা আমাদের জীবন পরিবর্তন করা শুরু করতে পারি যাতে কিতাব আমাদের যা করায় তা আমাদের জীবনকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করে?

উপসংহার

আমাদের সংস্কৃতিতে অনেক বিস্ময়কর জিনিস রয়েছে। কিছু সংস্কৃতি একে অপরকে সেবা করতে শেখায়, কিছু আবার পরিবার এবং প্রবীণদের যত্ন নেয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেয়। কিছু কিছু আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে এবং আল্লাহ্‌ আমাদের যা দিয়েছেন তা ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। তবে সমস্ত সংস্কৃতিতে এমন কিছু বিষয় বা ক্ষেত্র আছে যা কিতাবের সাথে একমত হয় না। আমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে চলতে চাই, আমাদের এমন জায়গাগুলি খুঁজে বের করতে হবে যেখানে কিতাব আমাদের সংস্কৃতি থেকে আলাদা। কীভাবে আপনি আপনার সংস্কৃতি নয় কিন্তু কিতাবের শিক্ষা অনুসরণ করতে চান সেই বিষয়ে চিন্তা করুন।

উপরের টেবিলটি আবার দেখুন; এখানে এমন কোন ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আপনি পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন?

অনুশীলনী ৩: কাজের ক্ষেত্রে কিতাবীয় দৃষ্টিভঙ্গি

মূল বিষয়: সব ধরণের কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌কে গৌরব দেয়া যায়। আমাদের কাজগুলো এমনভাবে করা প্রয়োজন যা দ্বারা আল্লাহ্‌কে সম্মান করা যায়।

উপকরণ

১. শিক্ষার্থী সহায়িকা: কাজের ক্ষেত্রে কিতাবীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নসমূহ

ভূমিকা

দলীয় আলোচনা

- কাজ কি সাধারণত ভাল বা খারাপ হিসাবে বিবেচিত হয়?
- কাজের বিষয়ে আপনাদের ভাষায় কি কি প্রবাদ রয়েছে?

পয়দায়েশ ১:২৮ আয়াত পড়ুন।

- আদমের জন্য আল্লাহ্‌র প্রথম নির্দেশনা কি ছিল?
- এটি কি আদম ফল খেয়ে পাপ করার আগে বা পর থেকেই ছিল?

পয়দায়েশ ২:২ আয়াত পড়ুন।

- আল্লাহ্ কি কারণে বিশ্রাম নিলেন?

মার্ক ৬:১-৩ আয়াত পড়ুন।

- ঈসা তাঁর কাজ শুরু করার পূর্বের পেশা কি ছিল?

আমরা এই আয়াতে দেখি, আল্লাহ্ কাজ করেছেন এবং, যেহেতু আমরা আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছি, সুতরাং আমাদের কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সময়ের শুরু থেকে, পাপ এই পৃথিবীতে প্রবেশ করার পূর্ব থেকে, মানুষ কাজ করেছে।

কাজের গৌরব

রূতের বিবরনীতে, দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার জন্য রূত তার শাশুড়িকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলেন এবং তারা অনেক দরিদ্র ছিলেন। তারা মোয়াবে চলে গিয়েছিলেন কারণ তারা শুনেছিলেন সেখানে খাবার পাওয়া যাচ্ছে। রূত বোয়সের জমিতে কাজ খুঁজে পেয়েছিলেন, এবং তিনি রূতের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং সে তার শাশুড়ির জন্য যা করেছেন সেটা শুনে তিনি বেশী খুশি ছিলেন।

রূত ২:১৫-১৬ আয়াত পড়ুন।

- রূতকে সাহায্য করার জন্য বোয়স কি করেছিলেন?
- কেন আপনি মনে করেন যে সে কেবল তাকে গম দেয়নি?
    - *কারণ আমাদের কাজ করার জন্য তৈরী করা হয়েছে, সুতরাং এই কারণে আমরা কেবল দান পাওয়ার চেয়ে কাজের ক্ষেত্রে মর্যাদা পেয়েছি। এটি করার মাধ্যমে, বোয়স রূতকে তার মর্যাদা দিয়েছিলেন।*

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যেন আমরা যত্ন সহকারে কাজ করি

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা : *দলীয় আলোচনার জন্য **শিক্ষার্থী সহায়িকার** প্রশ্নগুলো আলোচনা করার জন্য ব্যবহার করুন।*

কাজ করারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য কি? নিচের আয়াতগুলো পড়ুন এবং এই আয়াত থেকে ও অনুশীলনী থেকে পাওয়া ধারণার বিষয়ে আলোচনা করুন।

- ১ থিষলনীকীয় ৪:১১-১২- *আপনার জীবন অন্যদের থেকে সম্মান লাভ করবে এবং আপনি অন্যের নির্ভরশীল হবেন না।*
- ১ তিমথীয় ৫:৮- *আপনি আপনার পরিবারকে সাহায্য করতে পারবেন।*
- ইফিষীয় ৪:২৮–*যাদের সাহায্য প্রয়োজন আপনি তাদের সাহায্য করতে পারবেন।*

পুনরালোচনা

দলীয় আলোচনা

- আপনি কি মনে করেন আল্লাহ্ চান যেন আমরা কাজ করি?
- কাজের প্রতি লোকদের সাধারণ ধারণা কেমন থাকে?

- কাজের প্রতি আমাদের ধারণা কেমন থাকা উচিত?

আল্লাহ্ চান যেন আমরা সকলে কাজ করি। এমনকি এই পৃথিবীতে পাপ প্রবেশের পূর্বে আদমকে আল্লাহ্ উদ্যানের রক্ষক হিসেবে কাজ করতে বলেছিলেন। যখন আমরা কাজ করি, তখন আমরা আমাদের পরিবারের যোগান দিয়ে থাকি এবং দরিদ্রদের সাহায্য করতে পারি সাথে সাথে জামাতকেও সাহায্য করতে পারি। কাজের দ্বারা আমরা গৌরব লাভ করি এবং আমাদের দক্ষতা দ্বারা একে অপরকে সাহায্য করতে পারি।

সকল প্রকার কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌কে গৌরব দেওয়া সম্ভব

দলীয় আলোচনা

- আমাদের সংস্কৃতিতে, এমন কোন কাজ রয়েছে কি যা অন্যদের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ? কেন এই কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ?

- আল্লাহ্ আদমকে কি কাজ দিয়েছিলেন? *(তাকে বাগানে কাজ করতে বলেছিলেন এবং পশুদের নাম রাখতে বলেছিলেন-* পয়দায়েশ *২:১৫-২০)*
- আল্লাহ্ নূহকে কি কাজ দিয়েছিলেন? *(একটি জাহাজ নির্মাণ করতে বলেছিলেন-* পয়দায়েশ *৬:১৩-১৪)*
- আল্লাহ্ গিদিয়োনকে কি কাজ করতে বলেছিলেন? *(সৈন্যদেরকে ইস্রায়েলের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তে বলেছিলেন – এহুদা ৬:১৪)*
- আল্লাহ্ মূশাকে কি কাজ দিয়েছিলেন? *(মিশর থেকে আল্লাহ্‌র লোকদের বের করে আনার কথা বলেছিলেন- হিজরতপুস্তক ৩:১০)*

- আপনি কি মনে করেন যদি আল্লাহ্ এই লোকদের যে কাজ করতে বলেছিলেন তারা সেটি না করে বরং তারা জামাতে তবলিক করতেন বা জামাত পরিচালনা করতেন তাহলে এতে কি আল্লাহ্ খুশি হতেন?
- আপনি কি মনে করেন যে আল্লাহ্ এই লোকদের যাজকদের চেয়ে কম বা একদমই গুরুত্ব দেননি? উদাহরণস্বরূপ, মূশার কাজ কি হারোণের কাজের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

কোন কাজ বড় আর কোন কাজ ছোট এই ধারণাটি কিতাব থেকে আসেনি। এই ধারণাটি এসেছে গ্রীক সংস্কৃতি থেকে যা পূণর্গঠন বা সংস্কারের আগ পর্যন্ত ঈসয়ী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে। গ্রীকরা বিশ্বাস করতো রূহানিক বিষয়গুলি মূল বা বড় বিষয় এবং এটি আল্লাহ্‌কে গৌরব দেয় যেখানে ছোট বা নিচু অন্যান্য বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং আল্লাহ্ নিজেও এগুলোর প্রতি গুরূত্ব দেন না।

যাইহোক, এটি কোন কিতাবের গল্প নয়। কিতাবের শুরু হয়েছে আল্লাহ্‌র পৃথিবী এবং ব্রহ্মান্ড তৈরীর বিবরণের মাধ্যমে। পয়দায়েশ ২:৮ আয়াতে আমরা দেখি আল্লাহ্ একটি উদ্যান বাগান সৃষ্টি করলেন। যখন আমরা মাঠে কাজ করি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ্ হলেন প্রথম বাগানের বা উদ্যানের স্রষ্টা। আমরা সেই কাজটিই করছি যেটা আল্লাহ্ অনেক অনেক বছর আগে করেছেন। আল্লাহ্ বার বার লোকদের অহ্বান করেছেন যেন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আল্লাহ্‌র সেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। যখন সুসমাচার তবলিক বা পালক একটি সম্মানীয় কাজ, সুতরাং বাগানের পরিচর্যাকারী, কৃষিকাজ, কাঠমিস্ত্রি, অথবা শিক্ষকতা এগুলোও সম্মানীয় কাজ। আমাদের কেবলমাত্র মানুষকে রূহানিকভাবে শেখানোর দরকার নেই, পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদনের জন্য, আশ্রয় তৈরীর জন্য এবং আমাদের সন্তানদের শেখানোর জন্য লোক প্রয়োজন।

ভাই লরেন্স

দলীয় আলোচনা

১৬০৮ সালের দিকে ফ্রান্সে একজনের জন্ম হয়েছিল। তিনি আঠারো বছর বয়সে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বিশ বছর বয়সে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি পুরোপুরি ভাবে আল্লাহ্‌র কাজে নিজের জীবন সঁপে দিবেন। তিনি একটি আশ্রমে থেকেছিলেন এবং সেখানে তাকে লরেন্স নাম দেয়া হয়েছিল। তিনি কল্পনা করেছিলেন যে আশ্রম হবে এমন একটি জায়গা যেখানে তিনি তার সমস্ত সময় দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত ও রোজা করতে পারবেন। তবে যাইহোক, তাকে রান্নাঘরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। অন্যরা মোনাজাতগৃহে যাবার সুযোগ পেত এই কারণে দশ বছর রান্নাঘরে থাকার সময়টিকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাকে এ জাতীয় অর্থহীন কাজ দেওয়ায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *ছোট দলের আলোচনার জন্য* ***শিক্ষার্থী সহায়িকা*** *ব্যবহার করুন।*

- যদি এই দশ বছরের মধ্যে আপনার সাথে ভাই লরেন্সের দেখা হতো, তাহলে আপনি তাদের কি উপদেশ দিতেন?

- আপনি কি মনে করেন যে আশ্রমে সন্ন্যাসীদের মোনাজাত করার চেয়ে ভাই লরেন্সের রান্নাঘরে কাজ কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

- নিচের আয়াতগুলো পড়ুন এবং চিন্তা করুন কীভাবে এগুলো তারা প্রয়োগ সেই অবস্থায় প্রয়োগ করেছে:
    - ১ করিন্থীয় ১০:৩১
    - কলসীয় ৩:২৩

পুনরালোচনা

দশ বছর যাবৎ রান্নাঘরের থাকার ফলে, ভাই লরেন্স অনুধাবণ করতে পারলেন যে তিনি যেখানেই থাকেন না কেন সেই অবস্থায় থেকেও আল্লাহ্‌র আরাধনা করা যায়। **এখানে কি পরিবর্তন দেখা গিয়েছে?** তিনি এখন জানেন যে তিনি কীভাবে তার কাজ করছেন এবং কাজের প্রতি মনোনিবেশ করার মাধ্যমে কীভাবে তিনি আল্লাহ্‌কে গৌরব এবং সম্মান দিতে পারেন সেটাও তিনি জানেন!

ভাই লরেন্স রান্নাঘরের কাজে থেকে গেলেন, কিন্তু এখন তিনি তার কাজের মধ্যে প্রভুর উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন- আল্লাহ্‌র বাধ্যতায় চলে এবং বাসন ধোয়াঁর মাধ্যমে প্রভুর সেবা করে- তিনি মনে করেন তিনি মোনাজাত গৃহে বসে আরাধনা করছেন।

কিতাব আমাদের দেখায় আমরা কি করছি সেটার চেয়ে বরং আমরা কীভাবে কাজ করছি সেই বিষয়ে আল্লাহ্ বেশী যত্নবান। আমরা যা করছি তা পাপ কাজ না হওয়া পর্যন্ত আমরা যে কোনও কাজের দ্বারা আল্লাহ্‌র গৌরব অর্জনে ব্যবহার করতে পারি।

জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা

- যদি সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌কে সম্মান করতে পারে, তবে কীভাবে আপনার কাজ সম্পর্কে আপনার চিন্তা প্রভাবিত হয়?
- এর ফলে আপনার কাজে কী প্রভাব পরে?

আমরা কীভাবে কাজ করি আল্লাহ্ সেই বিষয়েও যত্নবান

বাইবেলে এটি বলা নেই যে কোন কাজ গুরুত্বপূর্ণ আবার কোন কাজটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু বাইবেল এটি বলে যে কীভাবে আমাদের কাজ করা উচিত। এটি আমাদের একটি দিনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ-আমরা যতক্ষণ জেগে থাকি বেশীর ভাগ সময় আমরা কাজ করে কাটাই, তাই আমাদের কাজের বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

ছোট দলের আলোচনা

নিচের আয়াতগুলো দেখুন। এই আয়াতগুলো কাজ সম্পর্কে আমাদের কি শিক্ষা দেয়? **শিক্ষার্থী সহায়িকাতে** মূল বিষয়টি এক শব্দে লিখুন।

- ২ থিষলনীকীয় ৩:১০-১২- *যদি আপনি কাজ না করেন, তাহলে আপনি খাবার পাবেন না।*
- মেসাল ১০:৪-*অলস লোক দারিদ্রতা বয়ে আনে, কিন্তু পরিশ্রমি ব্যক্তি সম্পদ নিয়ে আসে।*
- মেসাল ১৯:১৫-*অলসতা ঘুম এবং ক্ষুধা নিয়ে আসে।*
- মেসাল ২১:২৫-*যারা কাজ করতে আগ্রহী না তারা নিজেদের মৃত্যু বয়ে আনে।*

কীভাবে আমাদের কাজ করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে এই আয়াতে কি বলা হয়েছে?

- কলসীয় ৩:২৩-*এমন ভাবে কাজ করা প্রয়োজন যেন সেটা আল্লাহ্‌র জন্য হয়।*

পুনরালোচনা

কিতাব খুব পরিষ্কারভাবে বলে যে- আমাদের অলস হলে চলবে না বরং আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন আমরা মনে রাখতে পারি আল্লাহ্ আমাদের বস!

দলীয় আলোচনা

ঈসার জীবনের বড় অংশ একজন কাঠমিস্ত্রী হিসেবে কেটেছে। একবার কল্পনা করে দেখুন আপনি তাঁকে একজন কাঠমিস্ত্রী হিসেবে দেখতে পান কিনা।

- ঈসার কাজের মান কেমন ছিল বলে আপনি মনে করেন?
- মনে করুন আপনি ঈসার সাথে একই কাঠের কাজ করছেন: ঈসার সাথে একই কাঠের দোকানে কাজ করতে আপনার কেমন লাগবে?
- সারাদিনে ঈসার আচরণ কেমন হবে?
- যদি ঈসার উপরে বা দায়িত্বে কেউ না থাকতো তাহলে তিনি কেমন কাজ করতেন?

পরিবর্তন বা সংস্কারের সময়ে, ঈসায়ীদের কাজের ক্ষেত্রে একটি অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটেছিল। লোকেরা প্রথমবারের মত, কিতাব পড়তে শুরু করেছিল এবং দেখতে চেয়েছিল এটি কীভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ হয়। সেই সময়ে, কোন কাঠমিস্ত্রী কোনও টেবিল তৈরী করলে তিনি নিশ্চিত করতেন যে টেবিলটির নীচের অংশ টেবিলের উপরের অংশের মতই সুন্দর। তিনি বলেছিলেন নীচের অংশ দেখে আল্লাহ্ যেন টেবিলের উপরের অংশ কেমন তা বুঝতে পারেন, এবং তিনি কাজ করতেন যেন তাঁর কাজের দ্বারা আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। সেই সময়ে তৈরী কাঠের জিনিসগুলো এখনও পৃথিবীব্যাপি সবচেয়ে ভালো মানের পণ্য।

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা : *প্রতি দলকে একটি করে চাকুরী বা কাজ নির্ধারিত করতে বলুন (উদাহরণ: শিক্ষক, কৃষক, পরিষ্কারক), এবং দুটি চরিত্র তাদের বের করতে বলুন: একজন যিনি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য সঠিক ভাবে কাজ করবে, এবং অন্য জন এমন ভাবে কাজ করবে যা আল্লাহ্‌কে গৌরব দেয় না।*

সকলের জন্য এবার নাটিকাটি দেখানোর প্রস্তুতি নিন।

দলীয় আলোচনা

প্রতি দলের নাটিকার পর আলোচনা করুন:

- এই লোকের কাজের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র গৌরব পাওয়া গিয়েছে?
- এই লোকের কাজের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র গৌরব পাওয়া যায়নি?
- আমরা আর কোন কোন ভাবে এই কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে গৌরব দিতে পারি বা পারিনা?

উপসংহার

ব্যক্তিগত প্রতিফলন

আপনার কাজের কথা চিন্তা করুন। আপনার কাজের মাধ্যমে আপনি কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে গৌরব দেন? আপনি আরও ভালোভাবে সম্মান জানাতে পারেন এমন কিছু ক্ষেত্র আপনাকে দেখানোর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করুন।

অনুশীলনী ৪: সমাজে/সাম্প্রদায়িক রাজ্য

মূল বিষয়: আল্লাহ্‌র রাজ্য শুধুমাত্র আমাদের জীবনে নয় আমাদের সমাজে/সম্প্রদায়েও প্রভাব বিস্তার করে।

উপকরণ

১. শিক্ষার্থী সহায়িকা: পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র রাজ্য থেকে আলোচনামূলক প্রশ্ন
২. বড় কাগজ বা পোষ্টার কাগজ
৩. রং পেন্সিল বা মার্কার

ঈসা একজন সমাজ/সাম্প্রদায়িক নেতা

দলীয় আলোচনা

আপনি কি ঈসাকে আপনার সমাজের/সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে একবার কল্পনা করতে পারেন?

- আপনার কি মনে হয় নেতা হিসেবে তিনি কি পরিবর্তন করবেন?
- কোন কোন বিষয় একই থাকবে?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা : *যদি প্রত্যেকে রাজনৈতিক নেতার পরিবর্তনের বিষয়ে চিন্তা করে, তাহলে তাদের মনে করিয়ে দিন ঈসা এই পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে রাজনৈতিক নেতাদের পরিবর্তন করেননি। শিষ্যরা অনেকে আশা করেছিলেন যে তিনি রাজনৈতিক কাঠামোটি উল্টিয়ে ফেলবেন; তবে, তিনি তা করেননি।*

যদি দলীয় আলোচনায় সকলে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা খুঁজে না পায় তাহলে আপনি কিছু প্রশ্ন করতে পারেন যার মাধ্যমে তারা আলোচনার বিষয় খুঁজে পাবে:

- ঈসা বিধবা এবং অনাথদের জন্য কি করেছেন?
- তিনি কীভাবে পরিবারগুলোকে শক্তিশালী করেছেন?
- তিনি কীভাবে নিরাপদ পানীয় জল, পর্যাপ্ত আবাসন ও খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, আর্বজনা এবং নর্দমা ব্যবস্থা এবং ভালো রাস্তার উন্নতি করতেন?
- ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এবং চিকিৎসা ব্যসস্থার জন্য তিনি কি করতেন?
- এ্যালকোহল গ্রহণকারী, মাদকের অপব্যবহার, জুয়া এবং অন্যান্য নেশার ক্ষেত্রে তিনি কি ব্যবস্থা নিতেন?
- নারী নির্যাতন এবং শিশু নির্যাতনের জন্য তিনি কি করতেন?
- মানুষের সাথে মানুষের সর্ম্পক স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি কি পদক্ষেপ নিতেন?

পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র রাজ্য

কিতাবে আমরা উদাহরণস্বরূপ দেখতে পাই এবং এমন অবস্থা হলে আসলে কেমন হবে যদি বিশ্বাসীরা একটি সম্প্রদায়ের বিষয়ে আল্লাহ্‌র অনুগত হয় এবং সেখানে আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠন করে।

ছোট দলের আলোচনা

- প্রেরিত ২:৪২-৪৭ এবং প্রেরিত ৪:৩২-৩৫ পড়ুন এবং **শিক্ষার্থী সহায়িকাতে** এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।
- নতুন বিশ্বাসীরা কি করেছিলেন?
    - *প্রেরিতদের আল্লাহ্‌র উপায় মেনে) উপদেশ অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নিয়মিত একত্রিত হয়েছে, একে অপরের সাথে ভাগ করে নিয়েছে, মোনাজাত করেছে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছে, অভাবীদের সাহায্য করেছে এবং সুসমাচার তবলিক করেছে।*
- রূহানিক বা শারিরীক বিষয় কি? *(উভয়ই)*
- এর ফলাফল কি ছিলো?
    - *কেউ অভাবে ছিল না, অন্য লোকেরা তাদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলো এবং অনেক লোক বিশ্বাসী হয়েছিল।*
- প্রাচীন জামাতের লোকেরা যা করেছিলো তা যদি আমরা আমাদের সমাজে করে থাকি তাহলে আমরা কি ফলাফল দেখতে পাবো?

পুনরালোচনা

দলীয় আলোচনা

কল্পনা করুন আমাদের সমাজগুলো/সম্প্রদায়গুলি যদি প্রাচীন জামাতের মতো হত যে অনেকে মসীহ্‌র কাছে এসেছিল এবং তাঁর আনুগত্যে চলছিল, আমরা যা পেয়েছিলাম তা ভাগ করে নিচ্ছি এবং আমাদের মধ্যে কোন অভাবী থাকবে না। এটি অবাস্তব কোন স্বপ্ন নয়। এটি প্রাচীন জামাতে ঘটেছিল, তবে আমরা এটি আজ বিশ্বের বিভিন্ন সমাজগুলোতে/সম্প্রদায়গুলিতে দেখেছি।

চলুন নিচের গল্প দুটি পড়ি যেখানে দুটি এলাকায় আল্লাহ্‌র রাজ্য তৈরী করার জন্য চেষ্টা করেছিল

১ম গল্প: ভারতের এক ব্যক্তি একসময় যে গ্রামে কাজ করতেন সেখানে ঘুরতে গেলেন। তিনি সেই গ্রামের মহিলাদের জিজ্ঞাসা করলেন যদি ঈসা আপনাদের গ্রামের নেতা হন তাহলে বিষয়টি কেমন হবে। মহিলাদের মধ্যে একজন ছিলেন যার নাম সারা, তিনি খুব স্পষ্টভাষী তিনি বললেন সেই গ্রামে তাহলে ঐক্য এবং সংহতি থাকবে। সারা জানতেন তার গ্রাম কীভাবে বিভক্ত হয়েছিল যা কখনোই ঈসাকে সম্মান দেয় না। প্রতিটি পরিবার শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। সারা জবাবের কারণে, গ্রামের মহিলারা দলগতভাবে একটি স্বাস্থ্য কমিটি এবং একটি স্বনির্ভর দল গঠন করেছিল। স্বনির্ভর দলের চৌদ্দজন মহিলা নিয়মিত এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে দেখা করা শুরু করলেন। এই দলের সদস্যরা নিজ উদ্যোগে একটি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করে যেখানে তারা প্রত্যেকে জমানো টাকা রাখতে পারে এবং সেটা দিয়ে তারা তাদের সমাজের/সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধান করা শুরু করে। সারা সেই মহিলাদের দলের সভাপতি হয়েছিলেন এবং তার নেতৃত্ব দেয়ার গুণ ব্যবহার করে পরিকল্পনানুযায়ী গ্রামকে সংগঠিত করা শুরু করেন ঠিক যেভাবে ঈসা করতেন যদি তিনি সেই গ্রামের নেতা হতেন।

২য় গল্প: উগান্ডার মহিলাদের একটি দল নিজেদের গ্রামের সেবা করার পরিকল্পনা করলেন ঠিক যেভাবে ঈসা সেবা করতেন। তারা খুব যত্ন সহকারে তাদের এই প্রজেক্টের প্রথম পরিকল্পনা শুরু করলেন: স্থানীয় মদের দোকানের ময়লা পরিষ্কার করার মাধ্যমে তারা শুরু করতে চাইলেন। দুইজন মহিলা উৎসাহের সাথে মদের দোকানে প্রবেশ করলেন। (সাধারণত সেখানে দেহব্যবসায়ী মহিলারা ছাড়া মদের দোকানে অন্য মহিলারা প্রবেশ করে না।) সেই দুইজন মহিলা দোকানের ময়লা পরিষ্কার করার অনুমতি চাইলেন। মদের দোকানের মালিক তাদের কথা শুনে হেসেছিল এবং যাতে তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তিনি রাজী হয়েছিলেন। সেই মহিলারা তাদের সমাজের/সম্প্রদায়ের লোকদের সংগঠিত করেছিল এবং অনেকে সেচ্ছাসেবক হিসেবে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তারা দুটি গর্ত খুড়েঁছিল: একটিতে জীবাণুযুক্ত ময়লার জন্য এবং অন্যটি জীবাণূ-বিহীন ময়লার জন্য অর্থাৎ যেটি আবার পূণঃব্যবহারযোগ্য করা যায়। যখন মদের দোকানের মালিক তাদের ময়লা পরিষ্কার করতে দেখেছিল, তখন তিনিও অন্যদের সাথে সাহায্য করেছিল। সমাজের/সম্প্রদায়ের লোকদের আনন্দ দেয়ার জন্য মদের দোকানের মালিক সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি তার দোকানের চারপাশ পরিষ্কার রাখবেন। এই ঘটনা দেখে উৎসাহিত হয়ে, একজন মহিলা স্থানীয় নয়টি পরিবারের জন্য জ্বালানী যোগ্য চুলা এবং অভাবী লোকদের জন্য জল সঞ্চয় করার পাত্র সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে, কিতাব অধ্যয়নকারী এই দলটি একটি বৃহত্তর প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন; যা ছিল একটি সমাজের/সম্প্রদায়ের বাজার। গ্রামের মহিলারা সাধারণত কয়েক ঘন্টার রাস্তা হেটেঁ, তাদের সবজী এবং জিনিসপত্র দূরের বাজারগুলোতে বিক্রি করেন। আশেপাশে একটি বাজার হলে এটি তাদের পরিবার, সম্প্রদায় এবং বাগানের কাছাকাছি থাকবে যা তাদের উর্পাজন সহজ করে দিবে। বাজার তৈরীর জন্য জমিটি কেউ দান করেছিল, তবে জমিটি খাড়া ছিল যার কারণে বাজার তৈরী করা কঠিন ছিল। কিতাব অধ্যয়নের মহিলা দলটি প্রার্থনা করেছিলেন এবং এর ফলে উচুঁ রাস্তা তৈরী করার কর্মীরা এসে স্বেচ্ছায় একটি বুলডোজার দিয়ে জমিটি সমান করে দিয়েছিলন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে, স্থানীয় মহিলারা বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার তৈরী করছিলেন এবং সংগ্রহ করছিলেন, সেই সাথে টাকা জমিয়ে রাখছিলেন, যার ফলে তারা সমস্ত সমস্যা সমাধান করেন এবং তাদের সমাজের/সম্প্রদায়ের জন্য একটি বাজার তৈরী করেন। ঈসার পক্ষে অন্যদের সেবা করার সাথে সাথে তাদের রূহানিক জীবন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

- দুটি গল্পে কি ঘটনা লক্ষ্য করা হয়েছে?
- এই গল্পের লোকেরা, ঈসার বিষয়ে কি জানতে পেরেছিল এবং তারা কী তাঁর অনুসন্ধান করেছিল? কেন?
- কী কী কাজ এই গল্পে লক্ষ্য করা যায়?
- কীভাবে একই কাজ আপনি আপনার সম্প্রদায়ে করতে পারেন?

আমাদের সমাজ/সম্প্রদায় যেন আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মতো হয়ে উঠে এই জন্য আমরা সকলেই যুক্ত হতে পারি।

চারটি ক্ষেত্রে সমাজের/সম্প্রদায়ের পরিবর্তন হয়ে থাকে

এই প্রোগ্রামে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং সাহায্যনুযায়ী জীবন যাপন করা। এভাবে, আমরা আমাদের সম্প্রদায়ে বা সমাজে পরিবর্তন দেখতে পাবো।

দলীয় আলোচনা

- ঈসার মত আমরা কোন চারটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাব সেটি কী আপনাদের মনে আছে? (লূক ২:৫২)
    - *মানসিক, শারীরিক, সামাজিক এবং রূহানিক*

যদি আমরা আমাদের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বাধ্যতায় চলি, তাহলে আমাদের সমাজে/সম্প্রদায়ে আল্লাহ্‌র রাজ্যের বৃদ্ধি দেখতে পাবো। মানসিক, শারীরিক, সামাজিক এবং রূহানিক - এই চারটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতে লক্ষ্য রেখে সমাজের/সম্প্রদায়ের পরিবর্তন বা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের মত বৃদ্ধির জন্য মাথায় রেখে আমরা একটি কাঠামো ব্যবহার করতে পারি।

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *মানসিক, শারীরিক, সামাজিক এবং রূহানিক (পোষ্টারে লিখিত বা ফ্লিপ চার্ট)- এই চারটি বিষয়ের মধ্যে থেকে কোন বিষয়ে আপনি আপনার সম্প্রদায়ে ক্ষেত্রে পরিবর্তনের চিন্তা করেন সেই বিষয়ে প্রত্যেক দলকে চিন্তা করতে বলুন। প্রত্যেক দলকে মনে রাখতে বলুন সামাজিক ক্ষেত্রটি আমাদের সম্পর্ক বলতে বোঝানো হয়ে থাকে (উদাহরণস্বরূপ, বিবাহ, অভিভাবকত্ব, প্রতিবেশীর সাথে সম্পক, এবং জামাতের সাথে ঐক্যতা)। শারীরিক ক্ষেত্র বলতে আমাদের অর্থ, কার্যক্ষেত্র এবং স্বাস্থ্য বোঝায়। এই অনুশীলনের প্রথমে ব্যবহৃত বিষয়টি অর্থাৎ ঈসা যদি নেতা হতেন সেখানে ব্যবহৃত ধারনাগুলি আবার এখানে উল্লেখ্য করতে পারে।*

পুনরালোচনা

দলীয় আলোচনা

আমরা আমাদের প্রোগ্রামে প্রায়ই এই পরিবর্তন সকল দেখতে পাই। এগুলি কি এমন বিষয় যা আপনিও দেখতে চান?

১. রূহানিক
   - ক. লোকেরা মসীহ্‌র কাছে আসবে- সুসমাচার তবলিক
   - খ. পরিচর্যা বৃদ্ধি - শিষ্যত্ব
২. শারীরিক
   - ক. উন্নত আবাসন
   - খ. উন্নত জীবন-জীবিকা- কৃষি/ রাস্তা এবং আরও ভাল অর্থ পরিচালনা
   - গ. স্বাস্থ্যের উন্নয়ন
৩. সামাজিক
   - ক. সমাজ/সম্প্রদায় এবং সরকারের উন্নয়ন
   - খ. বৈবাহিক সর্ম্পক উন্নয়ন
   - গ. অভিভাবকত্ব সম্পর্কের উন্নয়ন
৪. মানসিক
   - ক. প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশুদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা
   - খ. জ্ঞান এবং দক্ষতা বাড়ানো

উপসংহার

দলীয় আলোচনা

আল্লাহ্ নিজেও চান যেন আমাদের সমাজ বা সম্প্রদায় পরিবর্তিত হয়ে তার রাজ্যের মত হয়। ঈসাও আমাদের একইভাবে মোনাজাত করতে উৎসাহিত করেছেন যেমন "তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন বেহেস্তে তেমনই পৃথিবীতে সিদ্ধ হোক" সেই সাথে তিনি আমাদের "প্রথমে তাঁর রাজ্য এবং ধার্মিকতার বিষয়ে চিন্তা করতে বলেছেন।"

- আপনি কি একবারও চিন্তা করেছেন এমন একটি সম্প্রদায়ের কথা যেখানে সবাই আল্লাহ্‌র বাধ্যতায় জীবন যাপন করছে এবং চারটি ক্ষেত্র পূরণ করছে? যেখানে সুখী পরিবার থাকবে এবং বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী থাকবে, একে অপরকে সাহায্য করবে এবং ঐক্যে বসবাস করবে; যেখানে কোন তর্ক বা মারামারি বা অসততা থাকবে না।
- আপনি কি এই ধরণের সম্প্রদায়ে বা সমাজে বাস করতে চান? কেন?

আল্লাহ্ আমাদের খুব সুন্দর দর্শন দিয়েছেন; পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার দর্শন। পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য গঠনের অংশীদার তিনি আমাদের করতে চান। যখন সবাই আল্লাহ্‌র বাধ্য হবে সেরকম একটি পৃথিবী কল্পনা করুন। এটি হবে বেহেস্তের মত! অবশ্য আমরা জানি এটি ঈসা না আসা পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না, কিন্তু তারপরও আমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত এই দর্শনের জন্য কাজ করতে পারি।

প্রতিদিন সকালে যখন আমরা জেগে উঠি এই সকল বিষয় নিজে নিজে চিন্তা করি:

১. কীভাবে আমি আজকে আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠনে ভূমিকা রাখতে পারি?
২. কীভাবে আমি আল্লাহ্‌র রাজ্যের উন্নয়ন করতে পারি?
৩. কীভাবে আমি আল্লাহ্‌র অনুশাসনের মধ্যে জীবন যাপন করতে পারি?
৪. কীভাবে আমি একইভাবে আমার পরিবার/সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে পারি?

ছোট দলের আলোচনা

- আপনার সমাজে বা সম্প্রদায়ে আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠনের জন্য কোন দুটি কাজ আপনি এই সপ্তাহে করবেন সেই বিষয়ে চিন্তা করুন।

একসাথে নিজেদের সমাজে/সম্প্রদায়ে আল্লাহ্‌র রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মোনাজাত করুন।

অনুশীলনী ৫: অন্যদের সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা

মূল বিষয়: অন্যদের সেবা করার মাধ্যমে আমাদের সমাজও/সম্প্রদায়ও একসময় আল্লাহ্‌র রাজ্যের মত হবে।

উপকরণ:

১. শিক্ষার্থী সহায়িকা: মিসেস লির গল্প এবং দরিদ্র পরিবারটির বিষয়ে আলোচনামূলক প্রশ্ন
২. শিক্ষার্থী সহায়িকা: একটি ঈসায়ী পরিবার যারা পরিবর্তন এনেছিল সেই গল্প এবং আলোচনামূলক প্রশ্ন

আপনি এবং আপনার পরিবার থেকে শুরু করুন

দলীয় আলোচনা

সাধারণ একটি নমুনা যা অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠন করা যায়:

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *এই নমুনাটি একটি বোর্ডে বা পোষ্টার কাগজে আকুঁন:*

আপনি ➔ আপনার পরিবার ➔ আপনার সম্প্রদায় ➔ আপনার জাতি

১. নিজেকে দিয়ে শুরু করুন

আল্লাহ্‌র রাজ্যের গঠনের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হোক আপনাকে, আপনার পরিবার, জামাত, আপনার সমাজ/সম্প্রদায় এবং আপনার জাতির মধ্য দিয়ে। আপনি কি জীবনের সকল পদক্ষেপে আল্লাহ্‌র বাধ্য থাকার চেষ্টা করছেন?

২. আপনার পরিবারকে উৎসাহিত করুন এবং শিক্ষা দিন

আপনি কি জীবনের সকল পদক্ষেপে আল্লাহ্‌র বাধ্য থাকার চেষ্টা করছেন, তাহলে সেই সাথে আপনার পরিবারকেও একই কাজ করার জন্য উৎসাহ দিন।

৩. আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করুন যেন অন্যদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে তিনি আপনাকে ব্যবহার করেন

মোনাজাত করুন এবং আল্লাহ্‌র কাছে যাঞ্চা করুন যেন অন্যদের জীবনে অবদান রাখতে তিনি আপনাকে ব্যবহার করেন। যখন লোকদের সাহায্য প্রয়োজন, আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করুন কীভাবে আপনি তাদের সাহায্য করতে পারেন।

৪. অন্যদের সেবা করুন

ভালোবাসা প্রকাশের এবং অন্যদের সেবা করার উপায় খুজুঁন। যদি আপনি মনে করেন আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন না, তাহলে আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বা দক্ষতা সেবা করার ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যখন সেবা করেন, আপনি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেন এবং আপনি আরও অনেক কিছু করতে পারবেন।

অন্যদের সেবা করা শেখা

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো কীভাবে আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যদের সাহায্য করতে পারবো- কীভাবে অনেক টাকা বা অন্যের উপর নির্ভরতা ছাড়া অন্যদের সাহায্য করা সেই বিষয়ে শিখবো।

ছোট দলের আলোচনা

কল্পনা করুন আপনার সম্প্রদায়ের ভিতর একটি দরিদ্র পরিবার রয়েছে। কীভাবে বা কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি তাদের সহযোগীতা করতে পারেন?

পুনরালোচনা

মিসেস লি একজন সত্যিকারের এশিয়ান মহিলা, কিন্তু তার নাম পরিবর্তীত হয়ে গিয়েছিলো। তিনি অনেক বছর যাবৎ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদের সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে যাদের কোন কাজ/চাকুরী নেই। তিনি প্রতি মাসে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরতে শুরু করলেন এবং যাদের সাহায্য প্রয়োজন এমন পরিবার খুজঁতে শুরু করলেন। নিচে তার অনেক গুলো ঘটনার মধ্যে তিনটি ঘটনা তুলে ধরা হলো যেখানে তিনি বিভিন্ন পরিবারকে সাহায্য করতে পেরেছেন। এই ঘটনাগুলো সম্পূর্ণ সত্যি।

ছোট দলের আলোচনা

প্রতি দলে **শিক্ষার্থী সহায়িকা** থেকে মিসেস লির গল্প পড়বে এবং প্রশ্নের উত্তর দিবে।

গল্প ১- মিসেস লি এবং ফুলের বাগান

লি যেখানে থাকতেন সেই এলাকায়, একটি দরিদ্র পরিবার ছিলো যাদের ছোট দুটি সন্তান রয়েছে। সেই পরিবারের বাবা এবং মা দুজনেই বেকার ছিলেন। মিসেস লি তাদের দেখার জন্য গেলেন এবং তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন তাদের ঘরের সামনে একটি ছোট জমি রয়েছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন "আপনারা কেন এখানে ফুলের চাষ করছেন না?" তিনি আরও বললেন, "এই বাগানের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের বাড়িকে আরও সুন্দর করতে পারবেন এবং কাছাকাছি দোকানগুলোতে এগুলো বিক্রি করতে পারবেন।"

সেই পরিবারের মা বাগান করা শুরু করলেন এবং ফুটন্ত ফুলগুলো বাজারে বিক্রি করা শুরু করলেন। তিনি খুব দ্রুত বুঝতে পারলেন যে ক্রেতারা আরও বিভিন্ন ফুলের সন্ধান করছে, কিন্তু তার জমিটি অনেক ছোট এবং সেখানে অন্য ফুল চাষ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন তিনি, অন্য বাগানের মালিকদের কাছ থেকে ফুল কেনা শুরু করলেন এবং তার বাগানের ফুলের পাশাপাশি সেই ফুলগুলোও বিক্রি করা শুরু করলেন বেশী লাভের আশায়। এখন তার বাজারে একটি ছোট জায়গা রয়েছে যেখানে সে ফুল বিক্রি করতে পারে, কিন্তু সে মনে মনে চিন্তা করলো, "আমি এই ফুলের পাশাপাশি অন্য কিছুও তো বিক্রি করতে পারি!" তাই তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে কলা এবং নারকেল কিনতে বের হলেন যেন তিনি সেগুলো তার দোকানে বিক্রি করতে পারেন।

গল্প ২- মিসেস লি এবং মিষ্টি আলু

একটি পরিবার ছিলো যাদের কোন কাজ পাবার জন্য সাহায্য প্রয়োজন কিন্তু তারা জানতো না তারা কি করবে এবং তাদের কি কি গুণ বা কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে সেই বিষয়ে তারা অবগত ছিলো না। তারা দিন মজুরের মত কাজ করত, কিন্তু প্রায়ই তারা কাজ পেতো না। মিসেস লি দেখলেন এই পরিবারটি সত্যিই কাজ করতে আগ্রহী এবং তারা কাজ করতে চায়, তাই তিনি তাদের জন্য জামাতের অন্য একটি পরিবারের কাছে গেলেন যারা মূলত মিষ্টি আলু চাষ করে। তিনি তাদের কাছ থেকে জেনে নিলেন যে, মিষ্টি আলু চাষ লাভ জনক কিনা, এটির বাজারদর ভালো কিনা এবং যদি অন্য কেউ এটি চাষ করতে চায় তাহলে তারা দিতে পারবে কিনা।

যখন তিনি জানতে পারলেন এটি একটি ভালো কাজ, তখন তিনি সেই মিষ্টি আলু চাষী পরিবারের কাছে ব্যাখ্যা করলেন যে আল্লাহ্ আমাদের আহ্বান করেছেন যেন আমরা প্রতিবেশীর প্রয়োজনে তাদের পাশে দাড়াঁই। লি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা দরিদ্র পরিবারগুলোকে কীভাবে মিষ্টি আলু চাষ করতে হয় সেই বিষয়ে তারা শিক্ষা দিতে পারবে কিনা। সেই পরিবার রাজী হলো। মিসেস লি দুটি পরিবারকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দরিদ্র পরিবারটি খুব খুশী হলেন যে তারা অবশেষে কোন একটি কাজ করতে পারবে, এবং তারা খুব দ্রুত একটি জমি ভাড়া নিলেন ও প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনলেন যা তাদের কাজে লাগবে। বছর শেষে, তারা অনেক লাভ করলো এবং জমির ভাড়া দিতে পারলো, বীজের টাকা দিতে পারলো এবং তারপরও তাদের পরিবারের জন্য লাভের কিছু টাকা থেকে গেলো।

গল্প ৩- মিসেস লি এবং পরিবারের পূনর্মিলন

তৃতীয় যে পরিবারটিকে মিসেস লি সাহায্য করেছেন তারা অনেক বছর যাবৎ তাদের বাবা-মায়ের কাছে থেকে আলাদা থেকেছে। তাদের বাবা মা মনে করতেন যে তাদের ছেলে ও তার পরিবার অক্ষম এবং তারা কোন সাহায্য করতে পারবে না। মিসেস লি দুই পরিবারের সাথে দেখা করলেন এবং তাদের মিলিত করার চেষ্টা করলেন। মিসেস লি তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি এই পরিবারের সাথে নিয়মিত সাক্ষাত করবেন এবং পিতামাতা যদি ছেলের পরিবারকে স্বীকার করতে এবং তাদের কিছুটা সাহায্য করতে রাজি হন তবে তাদের জীবন উন্নতি করার জন্য লি কিছুটা সাহায্য করবেন। ফলস্বরূপ, পিতামাতারা তাদের ছেলের উপর আবার ভরসা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তাকে কিছু টাকা ধার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যাতে সে পুরানো লোহার জিনিসের ব্যবসা শুরু করতে পারে। এখন সে পুরানো লোহার জিনিস কেনে এবং সেগুলো সে পূর্নব্যবহারযোগ্য করার জন্য দোকানে বিক্রি করে। এখন সে তার পরিবারকে সাহায্য করতে পারে এবং নিজের মর্যাদা বুঝতে পারে।

১. মিসেস লি প্রতিটি পরিবারের জন্য কি করেছিলেন?
   - *পরামর্শ এবং উৎসাহ দিয়েছিলেন*
   - *যারা মিষ্টি আলু চাষ করে, তাদের কাছে গিয়েছিলেন, তাদের কাছে শিখেছিলেন এটি লাভজনক কিনা এবং সেই চাষীরা অন্যদের সাহায্য করতে আগ্রহী কিনা।*
২. মিসেস লির কাজের ফলাফল কি ছিলো?
   - *লোকেরা কাজ খুজেঁ পেয়েছিলো এবং নিজেদের পরিবারকে সাহায্য করতে পেরেছিল।*
   - *লোকেরা গর্বিত বোধ করেছিল কারণ তারা শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পেরেছে।*
৩. মিসেস লি যদি এই প্রত্যেককে কেবল অর্থ বা খাবার দিতেন তবে কি হত?
   - *লোকেরা কখনোই পরিবর্তিত হতো না।*
৪. যদি মিসেস লি দুই বছর যাবৎ প্রতি সপ্তাহে তাদের টাকা দিতেন এবং একসময় বন্ধ করে দিতেন, তাহলে আপনার কি মনে হয় তারা ঠিক এমনভাবে তাদের জীবনে উন্নতি করতে পারত?
   - *তাহলে লোকেরা মিসেস লির সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পরত এবং এর ফলে তারা কাজে আগ্রহী হতো না।*
৫. মিসেস লি যেভাবে সাহায্য করেছেন এভাবে সাহায্য করা এবং টাকা দিয়ে সাহায্য করার মধ্যে পার্থক্য কি?
- *তিনি লোকদের বাস্তবসম্মত শিক্ষা দিয়েছেন যেন তারা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারে।*
৬. একবার কল্পনা করে দেখুন যদি আমাদের মধ্যে অনেকে মিসেস লির মতো হতো- পরিবার গুলোতে যেত এবং তাদের কথা শুনতো, তাদের সমস্যাগুলো বোঝার এবং জানার চেষ্টা করতো, এবং এর সমাধান খোজাঁর চেষ্টা করতো। তাহলে এর ফলে আপনার সমাজে কী প্রভাব পড়বে?

পুনরালোচনা

একটি দরিদ্র পরিবার

দলীয় আলোচনা

একবার চিন্তা করুন আপনার জামাতের কাছে একটি পরিবার বাস করে। সেই পরিবারের কর্তা সেখানে থাকে না, কিন্তু প্রতি মাসে বা দুই মাসের মধ্যে কিছু দিনের জন্য এসে পরিবারকে টাকা দিয়ে যায়। সেই পরিবারের কর্ত্রী তাদের তিন ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করে এবং তাদের মধ্যে কেউই স্কুলে যায় না। বরং, এই ছেলেমেয়েগুলো খালি পায়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের গায়ের কাপড়গুলো অনেক নোংরা ও পুরোনো। তাদের ঘরটি একবারে থাকার উপযুক্ত নয় এবং প্রতিবছর বৃষ্টিতে তাদের ঘরে পানি চুইঁয়ে পরে। মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের কান্না শোনা যায় কারণ তারা ক্ষুধার্ত।

- এই পরিবারের প্রয়োজন গুলো কি কি?

সবচেয়ে বড় কথা, সেই মহিলা নিজেকে খুবই অসহায় মনে করছিলেন। অনেকে আছে যারা কাজ করে না কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা অলস। প্রায়শই এমন হয়, তারা জীবনের কঠিন বিষয়গুলো দেখে খুবই হতাশ বোধ করে এবং তারা মনে করে তাদের এই পরিস্থিতি কখনোই বদলাবার নয়। আপনার মূল কাজ হলো তাদের সাহায্য করা এবং কোন বিষয় বা কি ধরণের কাজ তাদের জীবন পরিবর্তন করে দিতে পারে তার অনুসন্ধান করা। এখানে একবার তাদের খাবারের জন্য কিছু চাল দেয়া ভালো, কিন্তু যদি আপনি একইভাবে বার বার তাদের সাহায্য করেন তাহলে তারা নিজেদের আশাহীন মনে করবে। কিন্তু তাদের যেটি প্রয়োজন সেটা হলো আশা যা জীবন পরিবর্তন করতে সক্ষম।

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য আলোচনা : শিক্ষার্থী সহায়িকা *ব্যবহার করুন। একটি দরিদ্র পরিবার থেকে আলোচনামূলক প্রশ্ন।*

- মিসেস লির মত আপনি কীভাবে এই পরিবারকে সাহায্য করতে পারেন?

সম্ভাব্য উত্তর:

- *সেই মহিলা এবং তার ছেলেমেয়েদের আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া। তাদের কি কোন জমি আছে বা কোন বিশেষ কাজের দক্ষতা আছে?*
- *ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার জন্য সাহায্য করা। সেই সাথে মহিলাটিকে নিয়ে স্থানীয় সরকারি অফিসে গিয়ে তার সন্তানদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটি খোঁজ করা বা আপনার এলাকায় কোন স্বাক্ষরতার স্কুল আছে কিনা সেটি খোঁজ করে দেখুন। অনুসন্ধান করে কোন কোন সাহায্য তাদের কাছাকাছি রয়েছে।*
- *পুরাতন কাপড় জামাতের মাধ্যমে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করুন এবং ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় কাপড় দেয়ার ব্যবস্থা করুন।*
- *নিয়মিত পরিবারটির সাথে দেখা করুন এবং তাকে উৎসাহিত করুন যেন জীবনকে সে ভিন্নভাবে দেখতে পারে।*
- *পরিবারটিকে বাড়িটি পুনর্নির্মাণে সহায়তা করুন। জামাতের কয়েক জনকে এই কাজে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করুন, কিন্তু খেয়াল রাখবেন পরিবারটির যে সকল উপকরণ রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করুন এবং ছোট ছেলেমেয়েদের সাহায্য নিন। আশা করি সেই পরিবারের আট বছরের ছেলেটি অনেক শক্তি রাখে আপনাদের কাজে সহায়তা করার জন্য!*
- *পরিবারটিকে একটি ছোট বাগান তৈরী করতে উৎসাহ দিন যেন তারা সেখানে নিজেদের জন্য সবজী ফলাতে পারে।*
- *তাদের অল্প কিছু মুরগীর বাচ্চা দিয়ে সাহায্য করুন এবং জামাতে খুজেঁ দেখুন এমন কেউ আছে যে তাদের মুরগীর ফার্ম করতে সাহায্য করতে পারে। যদি প্রয়োজন হয় মুরগীগুলো আপনার বাড়িতে রাখতে পারেন যেন তারা নিজেদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেগুলো খেয়ে না ফেলে এবং পরিবার থেকে একজন ছেলে বা মেয়েকে প্রতিদিন ডিম সংগ্রহ করার এবং মুরগীর যত্ন নেওয়ার জন্য আসতে বলুন।*
- *সেই পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রীর পরিবারের লোকজনদের সাথে য়োগাযোগ করুন। তারা কি কোন ভাবে সহায়তা করতে পারে?*
- *কীভাবে তারা পরিবারের কর্তার আয় করা টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে সেই বিষয়ে তাদের সাহায্য করুন। তারা কি এই টাকা এমন কিছুতে বিনিয়োগ করতে পারে যেখান তারা ভবিষ্যতে লাভ করতে পারে? কীভাবে তারা এটি দীর্ঘদিনের জন্য ব্যবহার করতে পারে?*

সম্প্রদায়গুলি

বড় অথবা ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *যারা শিক্ষিত, তাদের জন্য শিক্ষার্থী সহায়িকা ব্যবহার করুন এবং শিক্ষার্থীদের গল্পটি পড়তে বলুন এবং দলীয়ভাবে প্রশ্নের আলোচনা করুন। যারা শিক্ষিত নন তাদের জন্য গল্পটি পড়ে দিন যেন তারা দলগতভাবে আলোচনা করতে পারে।*

এটি এমন একজন ব্যক্তির বিষয়ে সত্য ঘটনা যিনি তার পরিবারের সাথে এমন একটি জায়গায় চলে গিয়েছিলেন যেখানে ঈসায়ী কেউ ছিল না এবং এই কারণে ঈসাকে তবলিক করার জন্য তারা সেই এলাকাতে গিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মানসিক, শারীরিক, রূহানিক এবং সামজিকভাবে মানুষের জীবন পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।

একটি ঈসায়ী পরিবার পরিবর্তন আনতে পারে

একটি ঈসায়ী পরিবার কীভাবে একটি বিধর্মী গ্রামে আল্লাহ্‌র রাজ্য তৈরীতে সাহায্য করেছিলো সেই বিষয়ে এই গল্প। গ্রামটি হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত। গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ছিলো চা বাগান। এটি গ্রামের মানুষের মধ্যে বিশেষ কর্মসংস্থানের জায়গা। যাইহোক, মজুরি এত কম ছিল যে লোকেরা একটি চাকরী করা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছিলো।
গ্রামটি পঁচিশ বার ভেঙ্গে গিয়েছিলো, এর নির্মাণ কাঠামো খুবই দুর্বল, টিনের ছাদযুক্ত কাঠের ঘর দ্বারা গঠিত। গ্রামে পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য কোন ল্যাট্রিন

ছিল না। কারণ পাহাড়টি এত উঁচুতে ছিল, যে সেখানে শীত ছিল; আর, শিশুরা খালি পায়ে ঘুরে বেড়াত এবং তাদের পেট ফোলা ছিল।
প্রত্যেকটি ঘর খুব অল্প পরিমাণ জমির উপর দাড়িয়ে ছিল। রান্না করা কোন জায়গা না থাকার কারণে খোলা জায়গায় তিনটি পাথরের উপর পাত্র রেখে রান্না করতে হতো। সেখানে কিছু মুরগী ছিল যেগুলো ঘরে ঢুকতো আর বেড় হতো, এবং পুরো জায়গাটি খুবই নোংরা ছিলো।
কাছের স্কুলটি দুই কিলোমিটার দুরে। ছেলেমেয়েদের জন্য হেটেঁ যাওয়ার ক্ষেত্রে দুরত্বটি অনেক বেশী, এবং বাড়িতেও তাদের অনেক কাজ করতে হয়। এই জন্য, অনেক ছেলেমেয়ে তারা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না। অনেক প্রাপ্তবয়স্করা আছেন যারা লিখতে বা পড়তে জানেন না। এই কারণে, গ্রামের বেশ কিছু উচ্চপদস্থ মানুষ আছেন যারা এই অশিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণ করছিলেন।
এখানে বাগান খুব কম ছিল কারণ নিকটস্থ জলাশয় সেখান থেকে দুই কিলোমিটার দুরে ছিলো। নিজেদের খাবার পানি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য পানি আনা খুবই কষ্টের ছিল, এবং একার পক্ষে বাগানে পানি দেয়াও সম্ভব নয়। একবার এই জলাশয়ের কাছে পাইপলাইন বসানো হয়েছিলো, কিন্তু একসময় সেটি নষ্ট হয়ে যায়, এবং গ্রামের লোকেরা সেটা ঠিক করার ব্যবস্থা নেয়নি।
সেখানে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হতো না আর যখন বৃষ্টির সময় হতো সেই সময়ে তারা তাদের প্রধান ফসল অর্থাৎ ধান চাষ করতো। শাকসবজী চাষ করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা বা সময় তাদের ছিলো না। যদি তারা ভাগ্যবান হয়, পরবর্তী ফসল না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের যথেষ্ট পরিমাণে ধান উৎপন্ন করত।
সেখানকার লোকেরা হিন্দু ছিল, এই কারণে তারা অনেক দেবতার আরাধনা করতো। তাদের প্রায় দশলক্ষের মত দেব-দেবী রয়েছে, এবং হিন্দুরা তাদের উপাসনা করবে। সেই গ্রামে দেব-দেবীদের ছোট ছোট বেশ কিছু মূর্তি ছিল। প্রতিবার যখন তারা খেতে বসতো, সবসময় তারা কিছু খাবার মাটিতে ফেলে দিতো বিচরণ করা রূহের জন্য।
সেখানে পরাজয়ের এবং হতাশার অনুভূতি ছিল। তাদের একমাত্র আশা ছিল যে পরবর্তী জীবনে সম্ভবত তারা আরও উন্নত পরিস্থিতেতে পূনর্জাত হবে। তবে তাদের এমনও সুযোগ রয়েছে যে, তারা যদি দেবতাদের অসন্তুষ্ট করে তবে তারা ইদুঁর বা কুকুরের হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে। তারা প্রত্যেকে আটকা পরে গিয়েছে, কোনও উপায় তাদের নেই এবং নিজেদের উন্নতি করবার রাস্তা তাদের জানা নেই।
লেপচা একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন যিনি সেই অঞ্চলে থাকতে গিয়েছিলেন। তিনি এক মাসের কোর্সে অন্যের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা করার প্রাথমিক বিষয়গুলির উপরে শিক্ষার্জন করছিলেন। কোর্সটি শেষ করার পর, তিনি তার পরিবারের সাথে গ্রামে চলে আসেন যাতে তারা যা শিখেছে সেগুলো প্রতিবেশীদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। তাদের পরিষ্কার উঠানের সাথে একটি রান্নাঘর আছে ও তাতে রান্নার চুলা আছে যেখানে কম কাঠ ব্যবহার করে রান্না করা যায়। সেই সাথে তাদের মুরগী রাখার জন্য ছোট একটি খাঁচা ছিল। তারা সেখানে একটি ছোট সবজীর বাগান করেছিলো যা তাদের সন্তানদের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। ঘরের বাইরে তাদের একটি ল্যাট্রিন বা শৌচাগার ছিল, এবং এই কারণে তাদের ছেলেমেয়েদের কৃমি বা ডায়রিয়ার মত সমস্যা ছিলো না যা গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছিল।
লেপচা তার ঘরের টিনের ছাদে খাজঁ বা পাইপ ব্যবহার করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করে যাতে বৃষ্টি হলে এই পাইপ দিয়ে পানি নীচে একটি বড় পাত্রে গিয়ে জড়ো হয়। অন্যেরা তার এই ধারণাটি দেখে নিজেদের বাড়িতে প্রয়োগ করে যার ফলে বৃষ্টির সময়ে তারা পানি ধরে রাখতে পারে।
এরপর লেপচা গ্রামের লোকদের নিয়ে গ্রামে পাইপলাইন স্থাপনের জন্য একত্রে কাজ করেছিলেন এবং গ্রামবাসীদের ঘরে প্রচুর পরিমাণে পানি রয়েছে, এমনকি তাদের সবজীর ছোট বাগানগুলোতে পানি দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পানি রয়েছে। অনেকে মুরগীর জন্য ঘর বানিয়েছে এবং সেই সাথে শৌচাগার তৈরী করেছে যা থেকে দুর্গন্ধ বের হয় না বা যা থেকে বিষাক্ত মাছি উড়ে না।
যখন লেপচার পরিবার সেখানে পৌছাঁলেন, সেখানে যে সকল বৃদ্ধ এবং ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে চায় তাদের শিক্ষা দেয়া শুরু করলেন। তারা সেখানে ছোট ছেলেমেয়ে এবং কিশোর-কিশোরীদের দিয়ে লেখাপড়ার পর্ব শুরু করলেন। এখন, সেই গ্রামে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত একটি নিজস্ব স্কুল রয়েছে। সেই সাথে এখন সেখানে একটি ছোট জামাত তৈরী করা হচ্ছে কারণ সেখানে পঁচিশটি পরিবারের মধ্যে তেইশটি পরিবারের ঈসার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গঠিত হয়েছে। আর এই সকল সম্ভব হয়েছে কারণ একটি পরিবার সকল পরিবারের কাছে গিয়ে ঈসার সুসমাচার তবলিক করেছে এবং তাঁর কাজ সকল বর্ণনা করেছে।
লোকদের মধ্যে একটি অর্জনের অনুভূতি বিরাজ করছে এবং তারা দেখতে পেয়েছে যে তারা সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে কারণ একটি পরিবার এসে তাদের নিজেদের জীবন তাদের সকলের সাথে ভাগ করেছে ও সকলের যত্ন নিয়েছে।
উত্তর ভারত এবং পূর্ব নেপালের গ্রামগুলিতে সময়ে সময়ে এই গল্প বলা হচ্ছে। বর্তমানে এই একই ঘটনা আরও ১২০ টি গ্রামে ঘটেছে। মানুষের জীবন বাহ্যিকভাবে পরিবর্তিত হয়। তবে গ্রামগুলিতেও রূহানিক পরিবর্তন শুরু করা হচ্ছে এবং এই ১০৭টি গৃহ মোনাজাত (হোম ফেলোশীপ) শুরু হয়েছে যার মধ্যে বৃহত্তম বারো সদস্যের সংখ্যা ২০০ জন।

- এই সম্প্রদায়ের জন্য লেপচা কি কি পরিবর্তন এনেছিলেন? গল্পটি আবার দেখুন এবং সামাজিক, রূহানিক, মানসিক এবং শারিরীক কি কি পরিবর্তন তিনি এনেছিলেন তার তালিকা তৈরী করুন।
- কীভাবে তিনি এই পরির্বতন এনেছিলেন? কার মাধ্যমে তিনি এটি শুরু করেছিলেন?
- লেপচার জন্য কীভাবে সম্প্রদায় আলাদা বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে?
- কীভাবে আমরা আমাদের সম্প্রদায়ে এক এক জন লেপচা হতে পারি?

নোট: পরবর্তীতে কোন ট্রেনিং-এ, আমরা আপনাদের জন্য লেপচা যেভাবে পড়াশুনা করেছিলেন তার মতো এক ধরণের স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থাও নিয়ে আসব।

উপসংহার

লেপচা এবং মিসেস লি অন্যদের কীভাবে সাহায্য করা যায় তার উদাহরণ স্বরূপ। তাদের দুজনের ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে কোন কিছু দিয়ে আমরা লোকদের সাহায্য করতে পারি না তবে লোকদের সাথে সময় কাটানো, তাদের পরিস্থিতি বোঝা, সর্ম্পক তৈরী করা, উতসাহিত করা, শিক্ষা দেয়া এবং আদর্শ দেখানোর মাধ্যমে আমরা পরিবর্তন আনতে পারি।

ছোট দলের আলোচনা

- আপনার সমাজের/সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করুন। কোন পরিবার আছে যাদের সেবা করার প্রয়োজন? কোন কোন ভাবে আপনি তাদের সাহায্য করতে পারেন?
- কিছু কার্যকর বিষয় রয়েছে কি যা আপনি প্রয়োগ করতে চান? আপনি কি করতে পারেন?

পুনরালোচনা

অনুশীলনী ৬: আল্লাহ্‌বী জ্ঞান এবং ক্ষমতা

মূল বিষয় : যদি আমরা আমাদের সমাজে পরিবর্তন চাই, তাহলে আমাদের আল্লাহ্‌বী জ্ঞান এবং ক্ষমতা প্রয়োজন। একমাত্র আল্লাহ্‌ই পারেন আমাদের সমাজকে/সম্প্রদায়কে পরিবর্তন করতে ।

উপকরণ

- শিক্ষার্থী সহায়িকা: আল্লাহ্‌বী জ্ঞান
- শিক্ষার্থী সহায়িকা: আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বিষয়ে কিতাবের গল্প

ভূমিকা

ছোট দলের আলোচনা

কল্পনা করুন যে আপনি সবেমাত্র আপনার সমাজের/সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং আপনার সমাজটিকে/সম্প্রদায়টিকে আপনার অঞ্চলের একটি আর্দশ সমাজ/সম্প্রদায়ে রূপান্তর করার প্রকল্প জন্য বলা হলো। (একটি আর্দশ সমাজ/সম্প্রদায় হলো একটি উদাহরণ যা অন্যান্য সম্প্রদায় আর্দশ সমাজ/সম্প্রদায়টি দেখে শিখতে পারে।)

- আপনার কি কি উপাদান বা উপকরণ প্রয়োজন? কোন বিশেষজ্ঞ, অর্থ, নতুন রাস্তা ইত্যাদিসহ সবকিছু সর্ম্পকে চিন্তা করার চেষ্টা করুন।

পুনরালোচনা

শিক্ষকের নির্দেশনা: *যখন আপনি অন্যদের বিষয়ে শুনবেন, প্রত্যেককে তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ দিন। যে সকল দল মোনাজাত, আল্লাহ্‌র শক্তি, আল্লাহ্‌র জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে লিখেছে তাদের বিষয়টি নোট করুন। যদি কোন দল এই সকল বিষয়ে লিখে না থাকে তাহলে তাদের জিজ্ঞাসা করুন তারা কি এমন কোন বিষয় আসতে পারে বা তারা কি এগুলো চিন্তা করতে ভুলে গিয়েছিলো।*

২ করিন্থীয় ৭:১৪ পড়ুন।

- আমাদের দেশের আরোগ্যের জন্য কি প্রয়োজন?
    -
    - *মোনাজাত, আল্লাহ্‌র মুখের অনুসন্ধান করা, আমাদের পাপ থেকে আল্লাহ্‌র পথে ফেরা।*
- এই কাজগুলো কাদের করা প্রয়োজন?
    - *আল্লাহ্‌র লোকদের।*
- যদি আমরা এই সকল কাজ করি তাহলে আল্লাহ্‌ কি করবেন?
    - *তিনি শ্রবণ করবেন, ক্ষমা করবেন এবং আমাদের দেশকে আরোগ্য করবেন!*

আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে বা সমাজে আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠন কখনোই একা করতে পারি না। আমরা দেখি অনেক কাজ আমরা করে থাকি বা সরকারী লোকেরা করে থাকে। কিন্তু এরপরও আমাদের সমাজে/সম্প্রদায়ে কোন পরিবর্তন আসে না। আমরা কোন ভালো পরিবর্তন দেখি, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তন আল্লাহ্‌ থেকে আসে। যে সকল বাধা বা সমস্যা আমরা দেখে থাকি সেগুলো পেরিয়ে যাবার জন্য আমাদের আল্লাহ্‌বী জ্ঞান এবং শক্তি প্রয়োজন। যখন আমরা মোনাজাত করি এবং আল্লাহ্‌র বাধ্যতায় চলি, তখনই আমাদের সমাজে/সম্প্রদায়ে পরিবর্তন দেখতে পাই।

আল্লাহ্‌বী প্রজ্ঞা

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা : *শিক্ষার্থী সহায়িকাটি ব্যবহার করে প্রতি দলে একটি পদ দিন এবং প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বলুন অথবা একটি পদ এবং এর সাথে যে প্রশ্ন আছে সেটি আলাদা কাগজে লিখুন। তারপর এক একটি দলকে একটি করে কাগজ দিন এবং তাদের আলোচনা করতে বলুন। যদি কিছু কিছু দল আগে শেষ করে, তাহলে তাদের অন্যান্য দলের সাথে নিজেদের আলোচনার বিষয় ভাগাভাগি করে নিতে বলুন।*

১ বাদশাহ্‌নামা ৩:৭-১৪ আয়াত পড়ুন।

- শলোমন কিসের জন্য মোনাজাত করেছিলেন?
    - *পরিচালনা করার জন্য বিচক্ষণতা, একটি বিচক্ষণ হৃদয়*
- এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো?

- *তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি শলোমনকে বিচক্ষণতা দান করবেন যা পৃথিবীতে এর আগে বা পরে কখনো কারো ছিলো না এবং একই সাথে তিনি তাকে সম্মান ও প্রতিপত্তি ও দীর্ঘজীবন দান করলেন।*

ইয়াকুব ১:৫ আয়াত পড়ুন।

- ইয়াকুব আমাদের কি যাঞ্চা করতে বলেছেন?
  - *জ্ঞান*
- ইয়াকুবের মতে আল্লাহ্ কীভাবে এখানে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখাবেন?
  - *আল্লাহ্ আমাদের পাপ বা অন্যায় না দেখে তিনি আমাদের দান করেন।*

জবুর-শরীফ ৮১:১১-১৬ আয়াত পড়ুন।

- ইস্রায়েলের লোকেরা কী করতে ব্যর্থ হয়েছিলো?
  - *আল্লাহ্‌র কথা শোনা থেকে বিরত হয়েছিলো (১১ এবং ১৩ আয়াত)*
- যদি তারা শুনতেন তাহলে আল্লাহ্ কি করতেন?
  - *তাহলে তাদের শত্রুদের বিরূদ্ধে জয় লাভ করতে পারতো।*
  - *আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো খাবার দান করতেন।*

ইশাইয়া ৫৫:৮-৯ আয়াত পড়ুন।

- আল্লাহ্ কীভাবে নিজ পথ এবং পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছেন?
  - *তাঁর চিন্তা এবং পথ সকল আমাদের চিন্তার অতীত।*

পুনরালোচনা

- এই সকল আল্লাহ্ থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি?

কিতাবে আমাদের বলে আল্লাহ্ চান যেন আমরা তাঁর কাছে জ্ঞান যাঞ্চা করি। যখন আমরা অন্যদের কাজের ক্ষেত্রে বা সাহায্যের জন্য নম্র চিত্তে জ্ঞান দান করি তখন আল্লাহ্ খুশি হন। কিন্তু যদি আমরা আল্লাহ্‌র কথা শুনতে ব্যর্থ হই, তখন এই বিষয়গুলি আমরা হারিয়ে ফেলি। আল্লাহ্ আমাদের অনেক বেশী জানেন। তারঁ চিন্তা সকল আমাদের চিন্তার অতীত। তাঁর পথ সকল আমাদের পথ থেকে অধিক সরল।

দলীয় আলোচনা

চলুন এমন একটি সম্প্রদায়ের গল্প শোনা যাক যেখানে আল্লাহ্ প্রজ্ঞা দান করেছিলেন।

এমন একটি সম্প্রদায় ছিল যাদের স্বপ্ন ছিল তাদের সম্প্রদায়ে একটি ট্রাক্টর থাকবে। তারা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য বেশ চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার কারণে ট্রাক্টর কেনা অসম্ভব হয়ে পরেছে। প্রতি মাসে যখন তারা একত্রিত হতো, এবং আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করতো তারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সিদ্ধ করার আর কি কি করতে পারে।

একদিন যখন সম্প্রদায়ের লোকেরা একত্রিত হয়েছে, সেই সময় তারা অনুভব করছেন আল্লাহ্ তাদের বলছেন, 'যদি তোমরা শষ্য ক্ষেতের মাঝে হাটাঁর রাস্তাটি আরও প্রশস্ত করো, তাহলে আমি তোমাদের একটি ট্রাক্টর দিব।' জামাতের লোকদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল এবং তারা প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা প্রশস্ত করলেন যেন সেখানে একটি মালবাহী গাড়ি যেতে পারে।

সেই বছর তারা অনেক বেশী শষ্য ফলাতে পারলেন, কারণ তাদের এখন আগের মত পিঠে করে শষ্য বহন করতে হচ্ছে না। আর শষ্যবহনকারী গাড়ির মাধ্যমে, তারা দ্রুত পরিবহন করতে সক্ষম হয়েছিলো। তারা বেশী বেশী করে স্থানীয় বাজারে নিয়ে যেতে পারছিল ও বিক্রি করতে পারছিল, আর তাদের সবজী গুলো বেশী তাজা থাকার কারণে ভালো দামে সেগুলো বিক্রি হচ্ছিল। গ্রামের লোকেরা এত বেশী খুশী হয়েছিলো যে তারা অতিরিক্ত লাভের অংশ জামাতে এনেছিল। সেটা অনেক বড় অংকের টাকা ছিল!

জামাত তাদের মোনাজাত করেছিল এবং তারা আল্লাহ্‌র কাছে শোনার জন্য মোনাজাত করেছিল কীভাবে তারা এই অর্থ ব্যবহার করতে পারে, এবং আল্লাহ্ তাদের মনে করিয়ে দিলেন যে তিনি তাদের একটি ট্রাক্টর দেয়ার প্রতিশ্রুতি করেছিলেন। টাকাটি ছিল ট্রাক্টর কেনার।

- কীভাবে জামাতটি জানতে পেরেছিল তাদের কী করা প্রয়োজন?
- আল্লাহ্ জামাতের লোকদের যা করতে বলেছিলেন সেক্ষেত্রে জামাতের লোকদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?
- শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল?

এটি জামাতগতভাবে আল্লাহ্‌র বাধ্য থাকার বিষয়ে খুব সাধারণ একটি গল্প। কিন্তু দেখুন কীভাবে এটি শুরু হয়েছিল। প্রতি মাসে তারা একত্রিত হতো এবং আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করতো পরবর্তীতে কি করতে হবে। আমাদেরও একই কাজ করা উচিত, আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা নিয়মিত একত্রিত হচ্ছি এবং আমাদের কি করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে তাঁর কাছে মোনাজাত করছি। মাঝে মাঝে আল্লাহ্ আমাদের পরিষ্কারভাবে সবকিছু জানিয়ে দেন। অন্য সময় আমরা এমন কিছু করি যা আমাদের একটি ভালো ধারণা বা পরিকল্পনা মনে হয়, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা কোন ভুল কাজ করছি কিনা সেটা

আল্লাহ্ আমাদের দেখিয়ে দিবেন। কিন্তু প্রতি মাসে আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের আসতে হবে যেন আমরা তাঁর কাছে জ্ঞান যাঞ্চা করতে পারি। মনে রাখবেন তাঁর পথ আমাদের পথ থেকে অধিক সরল।

আল্লাহ্‌র গুণাবলী

ট্রাক্টরের গল্পে আমরা আবার ফিরে যাই।

- এই গল্পে লোকেরা কি করেছে?
    - *তারা আল্লাহ্‌র কাছে জ্ঞান যাঞ্চা করেছে, এবং তারা হাটাঁর রাস্তা প্রশস্ত করেছে।*
- আল্লাহ্ কি করেছেন?
    - *আল্লাহ্ তাদের ধারণা দিয়েছেন, এবং তিনি গ্রামের লোকদের দানশীল হতে সাহায্য করেছেন যেন তারা গ্রামের জামাতে দান করতে পারে যেন তারা সেখান থেকে একটি ট্রাক্টর কিনতে পারে।*
- যদি তারা রাস্তাটি প্রশস্ত না করতো তাহলে কি তারা ট্রাক্টরটি পেত?
    - *না*

আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠনের জন্য অবশ্যই তাঁর কাজ করার একটি অংশ থাকে। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জ্ঞান যাঞ্চা করার মাধ্যমে শুরু করতে হবে, কিন্তু তিনি আমাদের কি করতে বলেন সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। কিতাবের অধিকাংশ গল্পে আমরা দেখি, কোন অলৌকিক ঘটনার পূর্বে লোকদের আল্লাহ্‌র বাধ্য হতে হয়েছে।

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের ৩-৫ জনের দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলকে বই থেকে ভিন্ন ভিন্ন গল্প ভাগ করে দিন যেন প্রত্যেকটি গল্প একবার করে হলেও সবাই পড়তে পারে। **শিক্ষার্থী সহায়িকা** ব্যবহার করুন অথবা প্রত্যেক দলকে দেয়ার জন্য কিতাবের অধ্যায় এবং প্রশ্ন সহ কার্ড তৈরী করে দিন।*

দায়ূদ ও গলিয়াত

পলেষ্টীয় এবং ইস্রায়েল জাতি তারা যুদ্ধ করছিল। পলেষ্টীয়রা একজন বৃহৎ লোককে পাঠিয়েছিলো যার নাম গলিয়াত এবং তারা ইস্রায়েল জাতিকে বলেছিল এমন কাউকে পাঠাতে যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যদি সেই লোক গলিয়াতের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়, তাহলে পলেষ্টীয়ারা ইস্রায়েল দেশ থেকে পলায়ন করবে। আর যদি গলিয়াত জয়ী হয়, তাহলে ইস্রায়েল জাতি হেরে যাবে এবং তারা পলেষ্টীয়দের দাস হয়ে থাকবে। দায়ূদ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য খুবই ছোট, কিন্তু যখন সে শুনলো গলিয়াত তার জাতির উদ্দেশ্যে বাজে কথা বলছে তখন সে যুদ্ধের ময়দানে গেল।

১ শামূয়েল ১৭:৩২-৪৯ আয়াত পড়ুন।

- দায়ূদ কি করেছিলেন?
    - *তিনি গলিয়াতের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে গিয়েছিলেন।*
    - *তিনি ঘোষনা করেছিলেন আল্লাহ্ অবশ্যই বিজয় দিবেন।*
    - *তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাজার যুদ্ধসজ্জা পরিধান করবেন না। তিনি সবসময় যে জিনিসটি ব্যবহার করেন সেটাই তিনি যুদ্ধে ব্যবহার করবেন- পাথর এবং গুলতি।*
- কেন দায়ূদ এই কাজ করেছিলেন?
    - *তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে আল্লাহ্ ইস্রায়েল জাতিকে রক্ষা করবেন, এবং তিনি আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সকলের সামনে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।*
- এর ফলাফল কি হয়েছিল?
    - *তিনি গলিয়াতকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইস্রায়েল জাতি সেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন।*
- দায়ূদ যদি যুদ্ধে না যেতেন তাহলে কি এমন ফলাফল হতো?
    - *হয়তো বিজয় হতো না। দায়ূদ আসার আগে আল্লাহ্ হস্তক্ষেপ করেন নি।*

ইলীশায় এবং বিধবা

২ বাদশাহ্‌নামা ৪:১-৭ আয়াত পড়ুন।

- বিধবার পরিস্থিতি কেমন ছিল?
    - *সে ধার করা অর্থ ফেরত দিতে পারছিল না। তার ছেলেদের দাস বানানোর জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।*
- সে কি করেছিল?
    - *সে আল্লাহ্‌র ভাববাদীর কাছে সাহায্য মোনাজাত করেছিল।*
    - *তার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সে পাত্র সংগ্রহ করেছিল। তিনি ইলীশায়ের নির্দেশ অনুসরণ করেছিল ।*
- আল্লাহ্ কি করেছিলেন?
    - *আল্লাহ্ সেই জলপাই তেল কয়েক গুণ বৃদ্ধি করলেন এবং এর মাধ্যমে অনেক পাত্র ভরে গেল।*

- ফলাফল কি ছিল?
    - *বিধবার ধারগুলো পূরন হলো এবং তার ছেলেরা রক্ষা পেল।*

জেরিকো

ইউসা ৬:১-৫, ১২-১৪, ১৫-১৭, ২০ পদ পড়ুন।

- আল্লাহ তাদের কী করতে দেখিয়েছিলেন?
    - *নগরের দেয়ালের চারপাশে তাদের হাঁটতে বললেন এবং শিংগা বাজাতে বললেন।*
- তারা কী করেছিলো?
    - *তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বাধ্য হয়েছিলো।*
- এর ফলাফল কী ছিলো?
    - *তারা যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। নগরের দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছিল।*

নামান

এটি নামানের গল্প। তিনি সিরিয় দেশের সেনাপতি ছিলেন- একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন। যাইহোক, তার হঠাৎ করে কুষ্ঠরোগ হয় এবং তিনি জানতে পারলেন ইস্রায়েল দেশে একজন ভাববাদী আছেন যিনি তাকে সুস্থ করতে পারেন। আর তাই তিনি আল-ইয়াসা ভাববাদীর সাথে দেখা করতে গেলেন।

২ বাদশাহনামা ৫:৯-১৪ পদ পড়ুন।

- আল-ইয়াসা তাকে কি করতে বললেন?
    - *যর্দন নদীতে তাকে সাতবার স্নান করতে বললেন।*
- নামানের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো?
    - *নামান রাগ করলেন। ভাববাদীর দেয়া নির্দেশটির অর্থ তিনি বুঝতে পারেননি, এবং এই কারণে তিনি তার বাধ্য হননি।*
- যখন নামান বাধ্য হলেন তখন কি হলো?
    - *তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন।*

পুনরালোচনা

মাঝে মাঝে আল্লাহ আমাদের এমন কিছু করতে বলেন তার ব্যাখ্যা বা অর্থ আমরা বুঝি না। কিন্তু আমাদের সমাজের/সম্প্রদায়ের আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে আল্লাহই অনেক ভূমিকা পালন করে থাকেন। আমাদের প্রথমে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ শুরু করতে হবে- যদি এটি আমাদের কাছে ছোট বা অপ্রাসঙ্গিক- কিন্তু তারপরও আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, আমাদের বাধ্যতার কারণে, আল্লাহ আমাদের সমাজে বা সম্প্রদায়ে সুস্থতা বা আরোগ্যতা আনবেন।

দলীয় আলোচনা

এই গল্পটি শুনুন

উপকরণ তৈরী করা

টিসিটির একটি সম্প্রদায়ে, মন্ডলী অনুভব করেছিল যে আল্লাহ তাদেরকে সম্প্রদায়েরর সকলের জন্য স্থায়ী ঘর তৈরী করার আহ্বান জানাচ্ছেন। তারা তাদের পুরো অঞ্চলটি সমীক্ষা করেছিল এবং খুজেঁ পেয়েছিল এখানে ৩৫টি বাড়ি রয়েছে যেগুলি প্রায় ভেঙ্গে পরেছে এবং পুর্ননির্মাণ করা প্রয়োজন। সময়ের সাথে সাথে জামাতের লোকেরা বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করা শুরু করেছিল এবং স্বেচ্ছায় নিজেদের কাজের সময় ভাগ করে নিয়েছিল। ৩৫টি ঘরের মধ্যে তারা ১৭টি ঘর মেরামত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ১৭তম ঘরটি মেরামত করার পর তারা বুঝতে পেরেছিল বাকী ১৮টি ঘর মেরামত করার জন্য তাদের কোনও সংস্থান নেই। কিন্তু এখানে তারা নিরুৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে তারা যে কাজটি করেছিল, এই প্রকল্পটি শেষ করতে ঈশ্বরের সাহায্য জানার জন্য মন্ডলীর সদস্যগণ সকলে প্রার্থনায় একত্রিত হওয়া এবং একরাত উপবাস থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

পরের দিন সকালে সবাই মোনাজাত শেষ করে চলে যাবার সময়, তারা দেখতে পেলো বাড়ি তৈরীর উপকরণ সহ একটি ট্রাক তাদের জামাতের ঘরের বাইরে থেমেছে এবং ট্রাক থেকে সেই উপকরণ গুলো নামানো হচ্ছে। বিভ্রান্ত হয়ে জামাতের সদস্যরা ছুটে গিয়ে ড্রাইভারকে বললো যে সে ভুল ঠিকানায় এসেছে। এখানে কেউ কোন বাড়ি নির্মান করার উপকরণের জন্য অর্ডার দেয়নি এবং এর অর্থ দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ট্রাক ড্রাইভার দ্রুত উত্তর দিলেন যে উপকরণ এখন তাদের জামাতের দায়িত্বে, এবং যদি তারা এটা না চায় তাহলে তারা এটি সরিয়ে ফেলবে। তবে পরবর্তীতে ট্রাক ড্রাইভারের সাথে আরও আলোচনার পর জানা যায় যে, এই উপকরণগুলি নিকটবর্ত্তী গুদামে উদ্বৃত্ত ছিল এবং নতুন উপকরণের জন্য জায়গা তৈরী করার জন্য এই পুরানোগুলো ফেলে দেয়া হবে। জামাতের প্রাচীনরা ট্রাক ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলো তাহলে কেন তুমি আমাদের জামাতের সামনে এসে এই উপকরণ গুলো নামাচ্ছো, তখন ড্রাইভার খুব সাধারণভাবে উত্তর দিলেন, "আমরা গাড়ি চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবং কেবল গুদামে ফিরে যেতে পারি বলে এই উপকরণগুলো এখানে ফেলে যাওয়ার অনুভূতি আমার মধ্যে কাজ করেছিল।"

এরপর জামাতের লোকেরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ঘর তৈরী করার সামগ্রী পেয়ে গেলেন। অলৌকিকভাবে এই সাহায্য তাদের বাকী যে ঘরগুলো ছিল সেগুলো মেরামত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

- কেনো জামাতের লোকেরা সবার জন্য বাড়ী বানানোর কথা চিন্তা করেছিল?
- জামাত কি করেছিল?
- আল্লাহ কি করেছিলেন?
- জামাত প্রথমে যেটা করেছিলো (১৭টি ঘর নির্মাণ করেছিল) সেটা যদি তারা না করতো তাহলে কি আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতেন?

আমরা কিতাবে যে অংশগুলো এখানে পড়লাম তার অনুরূপ, আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টা বহুগুণ বাড়িয়েছিলেন তারা যা করতে পেরেছিল তার পর-আগে নয়। এমনও অনেক সময় আছে যখন আল্লাহ তাঁর দয়ার ভান্ডার থেকে আমাদের দান করে বিস্মিত করতে পারেন, তবে সাধারণত- আমরা কিতাবে যেমন দেখি- তিনি প্রথমে দেখেন আমরা বাধ্য হচ্ছি কিনা।

মোনাজাত

দলীয় আলোচনা

চলুন নিচের পদগুলো পড়ি। প্রার্থনা সম্পর্কে এগুলো আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

- ইউহোন্না ১৪:১৩
- ইউহোন্না ১৫:৮
- ইউহোন্না ১৬:২৩-২৪

৪র্থ অধ্যায়ে আপনার সমাজে/সম্প্রদায়ে যে সকল পরিবর্তন আপনি দেখতে চান তার যে তালিকা করা হয়েছে সেটি আবার দেখুন। (যদি আপনি তালিকাটি হারিয়ে ফেলেন তবে আপনার সমাজে/সম্প্রদায়ের জন্য আপনি যে পরিবর্তনগুলি চান তার আরও একটি তালিকা তৈরী করুন যেখানে, মানসিক, শারীরিক, রূহানিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখ্য থাকবে।)

- আপনি কি মনে করেন এগুলি এমন পরিবর্তন যা আল্লাহ নিজেও আপনার সমাজে/সম্প্রদায়ে দেখতে চান?
- এর মাধ্যমে কি তাঁর রাজ্য গঠিত হয়?

মোনাজাত করুন

আসুন আমরা একসাথে মোনাজাত করি যেন আল্লাহ আমাদের সমাজে/সম্প্রদায়ে এই সকল পরিবর্তন নিয়ে আসেন।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা : *মোনাজাত শেষ করার পর, প্রত্যেকে কয়েক মিনিট আল্লাহ্র সম্মুখে নীরব থাকুন। প্রত্যেককে বলুন তারা যেন আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে এবং তিনি আরও কিছু জানাতে বা বলতে চান কিনা সেটা শোনার জন্য যাঞ্চা করে। ২-৫ মিনিট নীরবতা পালন করুন, এরপর সকলকে জিজ্ঞাসা করুন আল্লাহ্ তাদের কি বুদ্ধি বা পরামর্শ দিয়েছেন।*

উপসংহার

দলীয় আলোচনা

- এই অধ্যায় থেকে কোন কোন মূল বিষয় সম্পর্কে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি?
- একটি দল বা গোষ্ঠী হিসেবে কীভাবে আমরা আরও সময় নিয়ে মোনাজাত করতে পারি এবং আল্লাহর রব শুনতে পারি?
- যখন আমরা আজকে মোনাজাত করলাম, আমাদের কী করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে আল্লাহ্ কি কিছু বলেছেন? (যদি বলে থাকেন, তাহলে সেই কাজটি করার একটি পরিকল্পনা করুন)।

অনুশীলনী ৭: আল্লাহর রাজ্য গঠনে জামাতের ভূমিকা

মূল বিষয়

১. আমাদের সমাজে/সম্প্রদায়ে আল্লাহর রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে জামাত বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।
২. জামাতের প্রত্যেক সদস্য গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠনের জন্য প্রত্যেককে একত্রিত হতে হবে।

উপকরণ

১. ভিজ্যুয়াল এইডস- আল্লাহর রাজ্য গঠনে জামাতের ভূমিকার পোষ্টার
২. ভিজ্যুাল এইডস- দেহের অংশের কার্ডগুলো (১৪) (কেটে আলাদা করুন।)

ভূমিকা

দলীয় আলোচনা

৫ম অধ্যায়ে আমরা পরিবর্তনের বেশ কিছু ধাপ দেখেছি- কীভাবে এটি আপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবং তারপর এটি আপনার পরিবারে, সমাজে/সম্প্রদায়ে এবং জাতিতে কাজ করে। তারপরও, এই ধাপে আরও একটি অংশ রয়েছে আর তা হলো: জামাত।
দর্শনের ভালো ফলাফল পেতে হলে, আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্প্রদায়ে জামাত একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে পরির্বতন আনয়নের ক্ষেত্রে।

ইফিষীয় ১:২২-২৩ পদ পড়ুন।

- জামাতের ভূমিকা কি?
    - *ঈসার দেয়া কাজ সম্পন্ন করা।*

ইফিষীয় ৩:১০ পদ পড়ুন।

- আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞা জ্ঞাত করার বা প্রকাশ করার জন্য কি ব্যবহার করছেন?
    - *জামাতকে*

এই পদগুলি সবসময় বোঝা সহজ হয় না তবে তারা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহ জামাতকে তাঁর রাজ্য গঠনে বিশেষ ভূমিকা দিয়েছেন। জামাত হলো ঈসার দেহ। ঈসার কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে জামাতের ভূমিকা রয়েছে, সমস্ত জিনিসে পূনর্মিলন ঘটানো ।

- আপনার জামাত যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলের আপনি কী করবেন? আপনার সমাজে/সম্প্রদায়ে যারা অবিশ্বাসীরা বা বিধর্মীরা যারা রয়েছে তারা কি অভিযোগ করবে? কেন এবং কেন নয়?

জামাতের সম্প্রদায়ের উপর এমন প্রভাব থাকা উচিত যে জামাত বন্ধ দেখে সম্প্রদায়ের লোকেরা যেন বিচলিত হয়ে পরে।

আসুন আমরা আল্লাহর রাজ্য গঠনের বিষয়ে ৫ম অধ্যায়ে যা শিখেছি তার উপর ভিত্তি করে সাধারণ নমুনা ব্যবহারের একটি নকশা তৈরী করি। আমরা প্রথমে ব্যক্তি দিয়ে শুরু করবো এবং তারপর একে একে পরিবার, সম্প্রদায় এবং জাতির বিষয়ে চিন্তা করে কাজ শুরু করবো। *(একটি বোর্ডে চারটি বাক্স আঁকুন বা ভিজ্যুয়াল এইডসটি দেখান- ঈশ্বরের রাজ্য তৈরীতে জামাতের ভূমিকা)*

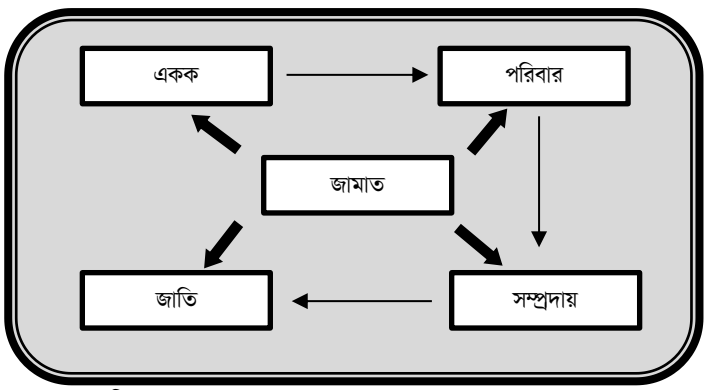

জামাতের মূল কাজ হলো এই প্রক্রিয়াটি ধরে রাখা *(জামাতকে মাঝখানে রেখে বাইরের বিষয় সকল তীর চিহ্ন দ্বারা দেখিয়ে দিন।)* জামাতের কাজ হলো একক বা একজন ব্যক্তিকে সাহায্য করা যেন সে পরবর্তীতে তার পরিবার সম্প্রদায় এবং জাতির ক্ষেত্রে প্রভাব রাখতে পারে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কি সেটা বুঝে সেই বিষয়গুলো আমাদের পরিবারে এবং সম্প্রদায়ে আমরা প্রয়োগ করতে পারি।

একজনকে তৈরী/ ব্যক্তিগত প্রস্তুতি

দলীয় আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: শিক্ষার্থী সহায়িকা *থেকে প্রত্যেক দলকে দেহের অংশের কার্ডগুলো দিন। তাদেরকে দাড়াতে বলুন এবং দেহের অংশগুলো চিহ্নিত করতে বলুন। এরপর তাদের কাছে এই প্রশ্নগুলি করুন।*

- দেহের কোন অংশটি ব্যবহারযোগ্য নয় এবং উদ্দেশ্যহীন?
- দেহের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ কোনটি?

- এই ক্ষুদ্র অংশটি থেকে মুক্তি পাবার প্রভাব কি বা কেমন হতে পারে?
- যদি দেহের সব অংশ আলাদা করা হয়ে থাকে তাহলে দেহ কি কাজ করবে?
- দেহের একটি অংশের সাথে অন্য অংশের কি মিল বা কাজ থাকতে পারে তার ভিন্ন ভিন্ন কিছু উদাহরণ দিন।
- যদি দেহের কিছু অংশ হারিয়ে যায় তাহলে সেটা কি কোন ভালো প্রভাব ফেলবে?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *এখানে কয়েকজন তাদের কার্ডসহ বসে পরবে।*

- এখন কি দেহ সুস্থ আছে?
- দেহের কোন অংশ হারিয়ে যাওয়ার প্রভাব কি?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *এবার অংশগ্রহণকারীদের বলুন দেহের কোন অংশটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা এটি আলোচনা করে ঠিক করবে তারপর অন্য অংশগুলো রেখে দেয়া হবে।*

- এখন কি দেহ কাজ করবে? কেন নয়- কারণ আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বেছে নিয়েছি, তাই নয় কি?

১ম বংশাবলী ১২:১২-২০ পড়ুন।

এবার জামাত যুক্ত আছে এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরী করতে হবে।
শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা : *একটি বোর্ডে বা পোষ্টারে তালিকাটি তৈরী করুন। এরপর নিচের পয়েন্টগুলো দেখুন:*

- শরীরের প্রতিটি অঙ্গ অপরিহার্য। জামাত দেহের মত- জামাতের প্রত্যেক সদস্যের আল্লাহের রাজ্য গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় হওয়া উচিত। কোন অকেজো বা উদ্দেশ্যবিহীন সদস্য থাকা উচিত নয়। জামাতের সকল সদস্য কি প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করছে? এমন কোন লোক আছে কি যারা জামাতে অংশ না নিলে জামাতের পরিচালনার বা জামাতের কার্যক্রমের উপর কোন প্রভাব পড়বে না?
- জামাতের কত শতাংশ লোক অংশ নিচ্ছে? (যদি শতকরার হিসাব কঠিন হয়ে থাকে তবে জিজ্ঞাসা করুন-জামাতে কতজন লোক আছে? কতজন সাধারণ পরিষেবার সাথে যুক্ত বা কার্যক্রমে অংশ নেয়?) আপনার শরীরের কত শতাংশ আসলে অংশ নিচ্ছে না বা ব্যবহৃত হচ্ছে না?
- আপনার নিজের শরীর যদি কিছু অংশ মাত্র কাজ করে তবে কেমন হতে পারে? এটা কি জামাতের ক্ষেত্রেও বাস্তব? জামাত কি আরও বেশী কার্যকর হবে যদি অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী থাকে?
- এ সমস্যায় আমরা কি শুরু করতে পারি?

পরিচর্যার ক্ষেত্রে কেন সকলকে প্রয়োজন?

দলীয় আলোচনা
ইফিষীয় ২:১০ পড়ুন।

- কী কারণে আমাদের রক্ষা/উদ্ধার করা হয়েছে?
- যারা উদ্ধার পেয়েছে তারা সবাই অথবা অল্প কয়েকজন এই কাজ করবে?
- আপনার জামাতের সবাই কি ভালোভাবে কাজ করে?

মথি ২৫:১৪-৩০ পদ পড়ুন তালন্তের দৃষ্টান্ত।

- যখন আপনি এই দৃষ্টান্ত পড়েছেন, তখন কি আপনার মনে হয়েছে যে এমন কোন ঈসায়ী রয়েছে কি যার আল্লাহ্‌র রাজ্যের জন্য তালন্ত ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই?
- আপনার জামাতের সবাই কি তাদের তালন্ত সঠিকভাবে ব্যবহার করছে?
- আল্লাহ্‌র রাজ্যের জন্য কীভাবে নিজেদের তালন্ত ব্যবহার করবে সেই বিষয়ে আমরা অন্যদের কীভাবে সহায়তা করতে পারি?

আল্লাহ্‌র রাজ্য গঠনের জন্য আমাদের একসাথে কাজ করা প্রয়োজন। যদিও একজন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাজ্যের একটি ছোট অংশ তৈরী করতে পারে তবে পুরো জামাত তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপন শুরু করে এবং অন্যকেও এটি করতে সহায়তা করে তাহলে আমরা আরও কার্যকরভাবে আল্লাহ্‌র রাজত্ব তৈরী করতে সক্ষম হব। মনে করুন আপনর জামাত প্রত্যেকে নিজের জীবনে, জামাতে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সম্পন্ন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। তাহলে এই বিষয়টি সমাজের/সম্প্রদায়ের উপর কী প্রভাব ফেলবে?

ইফীষীয় ৪:১১-১২ পড়ুন।

- একজন নেতার ভূমিকা কি (প্রেরিত, ভাববাদী, প্রচারক, যাজক এবং শিক্ষক)?
- অনেক জামাতকে বলা হয়ে থাকে ১০% লোক ৯০% শতাংশ লোকের কাজ করে দিচ্ছে। এই বিষয়টি কি আপনার জামাতে ঘটে থাকে? কীভাবে আমরা এটি পরিবর্তন করতে পারি?
- কীভাবে আমরা অন্যকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করতে পারি, যাতে তারা পরিচর্যার কাজে অংশ নিতে পারে?

এখানে একটি উদাহরণ দেয়া হলো:

প্রায়শই এটি বলা হয়ে থাকে যে যারা সবচেয়ে বেশী শেখে এবং সর্বাধিক বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেন তারাই অন্যদের সেবা করেন। ইন্দোনেশীয়ায় কিছু মিশনারী ছিলেন যারা যুবকদের নিয়ে কাজ করেন। যদিও মিশনারীরা যুবকদের সাপ্তাহিক শিক্ষা দিচ্ছিলেন, কিন্তু সেখানে ঈসায়ীরা দুর্বল এবং কত ধীরে ধীরে বিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়ছে এটা দেখে তারা হতাশ পড়েছিল। এটি দেখে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে শুধু যুবকদের সেবা করা দরকার, তাই তারা একটি নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিল যে কেবলমাত্র যারা কোন পরিষেবার সাথে যুক্ত তারাই সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবে। বেশিরভাগ যুবক কোন না কোন কাজে জড়িত। আর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা তাদের সম্প্রদায়ের দরিদ্র পরিবারে পৌছাঁনো থেকে শুরু করে দরিদ্র বাচ্চাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও বাচ্চাদের পরিচর্যায় সহায়তা করা সব কিছু শুরু করেছিল। কয়েক মাসের মধ্যে মিশনারীরা লক্ষ্য করলেন যে যুবসমাজ সত্যই তাদের বিশ্বাসে পরিণত হতে শুরু করেছে। এখন তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের কিতার পড়া এবং মোনাজাত করার প্রয়োজন রয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে সত্যই অন্যকে সাহায্য করতে সক্ষম হতে তাদের আল্লাহর উপরে নির্ভর করতে হবে।

- এই গল্পে কি ঘটেছিল?
- কোন কোন উপায়ে বা পদ্ধতিতে যুবকেরা কাজ করা শুরু করেছিল?
- জামাতের মাধ্যমে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে লোকেরা আরও জড়িত হওয়ার পর আপনি কি তাদের মধ্যে পরিপক্কতা লক্ষ্য করেছেন?
- কেন আপনি মনে করেন যে লোকেরা সেবা করার পর থেকে তাদের পরিপক্কতা তৈরী হয়েছে?
- এই গল্প থেকে আমরা কি শিক্ষা বা অনুশীলন আমরা লাভ করি? (অন্যদের সেবা করার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়)।

পরিবারকে পরিবর্তন করা

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় জীবন যাপন করার জন্য জামাত পরিবারকে সাহায্য করতে পারে।

পরিবারের গুরুত্ব সর্ম্পকে জামাতে অনেক লেখা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইফিষীয় ৫:২৫-৩৩ পদে আল্লাহ্ আমাদের বলেছেন যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের প্রতিফলন হওয়া উচিত ঈসার সাথে জামাতের যেমন সম্পর্ক ছিল। অন্য কথায়, লোকেরা ঈসায়ী দম্পতিদের এবং স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কেমন আচরণ করে এবং ঈসা কীভাবে জামাতের সাথে কেমন আচরণ করে তা দেখতে যেন সক্ষম হয়। পরিবার গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো যদি দৃঢ় হয়, তাহলে সেই সম্প্রদায়ও দৃঢ় হবে। যদি, পরিবার ভেঙ্গে যায় বা দুর্বল হয়ে পরে, তাহলে সম্প্রদায়ও ভেঙ্গে পরবে বা দুর্বল হয়ে পরবে।

অতএব, পরিবারকে সাহায্য করা এবং তাদের আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে সহায়তা করার জন্য জামাতের বিভিন্ন সুযোগ সন্ধান করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি করার মাধ্যমে, অন্যরা জামাতের পরিবারগুলির দিকে লক্ষ্য করবে এবং তাদের কাছে থেকে শিখবে, যা সম্প্রদায়ের উপরে প্রভাব ফেলবে। এতে আমাদের পরিবারগুলি আরও শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে আমাদের সম্প্রদায় ও জাতিও আর উন্নত হবে!

ছোট দলের আলোচনা

- কোন কোন ক্ষেত্রে জামাত পরিবারকে আরও শক্তিশালী হতে সাহায্য করবে?
  - *বিবাহ এবং পরিবার সম্পর্কে জামাতের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া।*
  - *অভিভাবকত্বের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া।*
  - *যুবকদের এবং ছোট ছেলেমেয়েদের বৃদ্ধির জন্য তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে ক্লাশ নেয়া।*
  - *পরিবারের জন্য জামাতে কিছু সুযোগ প্রদান করা যেন তারা একসাথে সেবা করতে পারে, সম্প্রদায়ে ভূমিকা রাখতে পারে (ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ)।*

পুনরালোচনা

পরিবর্তনশীল সমাজ/সম্প্রদায়

দলীয় আলোচনা

জামাত হিসেবে আমরা আমাদের সমাজের/সম্প্রদায়ের পরিচর্যায় ভূমিকা রাখতে পারি। সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো:

১. ঈসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা

আমাদের জামাত বড় হতে হবে এমন নয়। (আমরা অন্য জামাতের লোকদের ধরে আনতে পারি না)। ঈসায়য়দের সংখ্যা বৃদ্ধি করার অর্থ হলো যেন যারা অবিশ্বাসী তারা যেন ঈসাকে তাদের নাজাতদাতা হিসেবে গ্রহণ করে। জামাত লোকদের সুসমাচার বুঝতে এবং নতুন বিশ্বাসীদের অনুশাসন করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র বাধ্য হতে শেখানো

আমরা শিখেছি যে, আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি আমাদের জন্য কোনটি ভালো সেটা তিনি ভালো জানেন। কীভাবে আমরা কিতাব সম্মতভাবে জীবন যাপন করবো তিনি সেটা প্রকাশ করেছেন। অন্যদের আমাদের কিতাবের সাধারণ বিষয়ে শিক্ষা দান করা প্রয়োজন। জামাত হিসেবে আপনি লোকদের তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আনুগত্যে থাকতে সহায়তা করার সুযোগগুলি অনুসন্ধান করতে পারেন। এমনকি যারা এখনও ঈসায়ী ধর্মে আগ্রহী নয় তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিখতে আগ্রহী হতে পারে, কীভাবে বিবাহবন্ধন দৃঢ় করতে পারে এবং অর্থ কীভাবে বিজ্ঞতার সাথে খরচ করবে সেই বিষয়ে আগ্রহী হতে পারে। এই ধরণের প্রশিক্ষণ উভয়ই কিতাবের নীতিমালা অনুযায়ী জীবনযাপন করার সাথে সাথে মানুষকে তাদের জীবনযাত্রার উন্নতি করতে সহায়তা করে এবং বিশ্বাসী ও কিতাবের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৩. পরিষেবা প্রকল্পের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে তাদের সমাজকে/সম্প্রদায়কে বাঁচতে সহায়তা করুন

আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য কেবল আল্লাহ্‌র ভালোবাসা এবং তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কেই শুনতে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ নয়! এই সম্পর্কে কিতার আমাদের কী শিখিয়েছে তা আসুন দেখি।

ছোট দলের আলোচনা

নিচের পদগুলো পড়ুন এবং প্রশ্নের উত্তর দিন :

- মথি ২০:২৮ - কেন ঈসা এসেছিলেন?
- ফিলীপীয় ২:৪-৯ - পৌল কীভাবে ঈসার বর্ণনা দিয়েছেন?
- যাকোব ১:২৭ - কোন ধরনের ধর্ম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে?
- মার্ক ১২:৩১ - আল্লাহ আমাদের কি করার আদেশ দিয়েছেন?

পুনরালোচনা

ঈসা সেবা করতে এসেছিলেন। এমনকি, কিতাব যখন বলেছিল, 'আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে,' এর অর্থ হলো 'কারণ তিনিও আল্লাহ,' তিনি আল্লাহর সাথে সমকক্ষ্য কোন কিছু আঁকড়ে ধরে থাকেননি, কিন্তু আবার মনুষ্যরূপ ধরেও নিজে থেকে কিছু করেননি। কল্পনা করুন, তিনি আল্লাহ হয়েও খুব সহজেই মানবরূপ ধারণ করে জীবনযাপন করেছেন। আল্লাহর প্রকৃতি হল সেবা। যেহেতু জামাত ঈসার দেহ, তাই জামাতের কাজ হলো সেবা করা।

দলীয় আলোচনা

আল্লাহ্‌ এবং প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা আমাদের মধ্যে সেবা করার মনোভাব তৈরী করে। ঠিক একইভাবে, ঈসা যেমন সেবা করতে এসেছিলেন, জামাতের উদ্দেশ্য হল লোকদের ঈসাকে জানার এবং বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করার দ্বারা এবং অন্যের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রর্দশন করে সেবা করা। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের সেবা করার মাধ্যমে আমরা তাদের মধ্যে রূপান্তর দেখতে পাবো। আসুন এমন একটি সম্প্রদায়ের গল্প পড়ি যেখানে সেবার মাধ্যমে রূপান্তর ঘটেছিল।

একটি সমাজের/সম্প্রদায়ের স্কুল

কাগিসু, নামে একটি বস্তি যেখানে ফেলে দেয়া পাতলা ধাতব এবং ভাঙ্গা কাঠ দিয়ে ঘরগুলো তৈরী ছিল, সেখানে পনের সদস্যের একটি জামাত ছিল। এই জামাতটি আত্মিক জাগরণের একটি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিল এবং সেখানে ২১ বছর বয়সী মেশাককে যোগদানের জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল। মেশাক একটি নতুন দর্শন নিয়ে ফিরে এসেছিল; "আমি শিখেছি ঈসার বাধ্য থাকা ঐচ্ছিক কোন বিষয় নয়, এর বিকল্প নেই।' এই কারণে মেশাক, প্রবীণ একজন পালক নাম দিসমাস এবং তার স্ত্রী তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেম প্রর্দশনের জন্য একটি প্রকল্পের জন্য আল্লাহর কাছে মোনাজাত করছিলেন। তাদের মোনাজাতের উত্তর তারা পেয়েছিল; জামাতের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রাইমারী স্কুল শুরু করলেন।

তাৎক্ষণিকভাবে তারা জামাতের অন্য সদস্যদের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন কিন্তু যাদের সন্তান ছিল তারা পাবলিক স্কুলের সামান্য বেতন দিতে অপারগ ছিল। বেশ কয়েকজন তারা সন্তানদের নতুন স্কুলে পাঠাতে সম্মত হয়েছিল। কোন ট্রেনিং ছাড়াই, মেশাক, পালক এবং পালকের স্ত্রী ছয় থেকে বারো বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের কোন বসার চেয়ার টেবিল, বই বা সরঞ্জাম ছাড়াই পড়ানো শুরু করলেন। মেশাকেরা প্রথম বেতন সপ্তম মাসে এসেছিল- এক ডলার যা ছেলে-মেয়েদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে বেতন হিসেবে নেয়া হয়েছিল।

মেশাক এবং দিসমাস আশেপাশের প্রতিবেশী এলাকার ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসার জন্য অনুরোধ করেছিল, এবং এর মাধ্যমে স্কুল বড় হয়ে উঠল। খুব দ্রুত সেই একরুমের মন্ডলীর ঘরে পয়তাল্লিশ জন ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ে দিয়ে ভরে গেল। ছয় মাসের মধ্যে একজন নতুন শিক্ষক নেয়া হলো, এবং আট মাসের আরেকজন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নেয়া হলো। ১০০ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে শিক্ষকরা দাড়িয়ে দাড়িয়ে ক্লাশ নেয়া শুরু করলো। যখন অন্যান্য প্রতিবেশীরা সরে গিয়েছিল বা অন্যত্র সরে গিয়েছিলো সেই সময় তারা স্কুলের জন্য আরেকটু জায়গা পেলেন। এর মধ্যে স্কুলটি দুই বছর হয়ে গিয়েছে, এবং এখন এর দুটি বিল্ডিং আছে যেখানে ১০টির বেশী রুম রয়েছে যেন সেটা সান্ডেস্কুলের জন্যও ব্যবহার করা যায়।

পরের বছর মন্ডলী থেকে একটি জমি কেনা হলো ক্যাওংগায়ের কাছে, এবং এটি স্কুলের স্থায়ী ভবন, এবং সেখানে নতুন করে আবার স্কুল খোলা হলো। স্কুলটির ছয় বছরের মাথায় সেখানে সতের জন্য বেতনভুক্ত শিক্ষক রয়েছে, পাচঁজন যারা আনুষাঙ্গিক কাজ করেন এবং ৪৪৫ জন ছেলেমেয়ে রয়েছে। এটি সম্প্রদায়, স্কুল এবং জামাতের জন্য গল্পের শুরু মাত্র। এই প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ পাশের গ্রামে দশজন কর্মী এবং ষাট জন শিক্ষর্থী নিয়ে একটি নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় তৈরী হয়। অন্য একটি জামাত বিশ জন ছেলেমেয়ে জন্য একটি ডে কেয়ার শুরু করে যাদের মায়েরা বাইরে কাজ করতে যায়। কিন্তু মূল মন্ডলীর সদস্যের সংখ্যা ষাট থেকে আরও বেড়েছে এবং চল্লিশ সদস্যের জন্য তারা আরও একটি জামাতের ঘর স্থাপন করেছে। এই জামাত প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে দুটি করে নতুন জামাত শুরু করেছে।

খুব ছোট মন্ডলী এবং এর সদস্যদের বাধ্যতামূলক জীবন যাপন ও ত্যাগস্বীকারের ছয় বছর পর, এই অঞ্চলে সম্প্রদায়ের এবং জামাতগুলোতে বড় দৃশ্যমান প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। প্রকৃতপক্ষে, কাগিশুতে রূপান্তরের বিষয়টি যাচাই করা হয়েছিল করা হয়েছিলো কারণ সম্প্রদায়ের সদস্যরা কাগিশু (অর্থ ছুরি) থেকে রূপান্তর করে রুইটা (বিপজ্জনক কিছু অপসারণ) নাম করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল।

- এই গল্পে কি ঘটেছে?
- জামাতটি প্রথমে কত বড় ছিলো?
- তাদের কাজের প্রভাব কি ছিল?

শষ্য সংগ্রহ করা

একটি গ্রামের ঐতিহ্য ছিল যখন ফসলের সময় ফসল কাটা হত তখন তারা সেগুলো একত্রিত করবে একে অন্যকে সাহায্য করার জন্য। তবে, যার জমিতে ফসল কাটা হতো সেই ব্যক্তিকে সেই দিন সম্প্রদায়ের লোকেরা ফসল কাটতে সাহায্য করবে এবং তাকে সবার খাবার ও পানীয়ের সরবরাহ করতে হবে। দূভার্গ্যবশত, খাবার পিছনে যে টাকা ব্যয় হতো সেই তুলনায় জমি থেকে তাদের খুব অল্প লাভ হতো।

এটি দেখে জামাত সিদ্ধান্ত নিলেন, যেহেতু এই বিষয়টি একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ, তাই তারা ঠিক করলেন খুব দরিদ্র পরিবারকে তারা ফসল কেটে দিয়ে সাহায্য করবেন কোন ধরণের মূল্য বা চাহিদা ছাড়া। বরং ফসল যারা কাটবে তারা নিজেরাই নিজেদের খাবার নিয়ে আসবে। এইভাবে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা বিষয়টি দেখে উৎসাহিত হয়েছিল এবং তারাও একইভাবে কেন চাহিদা বা পারিশ্রমিক ছাড়াই অন্যদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল।

এখনকার দিনে সবাই সবাইকে ফসল কেটে দিয়ে সাহায্য করে। এখানে কেউ কাউকে মদ বা খাবার সরবরাহ করে না। এখন জমির মালিক পর্যাপ্ত লাভ করেন, এবং তাদের সারা বছর খাবার মত পর্যাপ্ত খাবার থাকে।

- জামাত সম্প্রদায়কে সাহায্য করার জন্য কি করেছিল?
- ফলাফল কি ছিল? এই বিষয়টি কীভাবে সেই সম্প্রদায়ে পরিবর্তন এনেছে?

উপসংহার

ছোট দলের আলোচনা/কার্যক্রম

- কোন কোন ক্ষেত্রে জামাত সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে পারে?
- কীভাবে আমাদের জামাত প্রত্যেককে ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবন যাপন করতে শেখাবে?

পুনরালোচনা এবং মোনাজাত

প্রত্যেক দলকে তাদের ধারণা পুরো ক্লাশের সামনে উপস্থাপন করতে বলুন। কীভাবে আমাদের সম্প্রদায়কে সেবা করবো এবং কীভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় জীবন যাপন করবো সেই বিষয়ে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে শেষ করুন।

অনুশীলনী ৮: পরবর্তী পদক্ষেপ

মূল বিষয়: আমাদের পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে যত্নবান হতে হবে যেমন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

উপকরণ

১. শিক্ষার্থী সহায়িকা: ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের পরিকল্পনার ধাপ
২. অনুশীলনী ৪ থেকে পরিবর্তনের তালিকা

কেন পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ

দলীয় আলোচনা

চলুন আরেকটি গল্প পড়ি:

মি. লিম, তার জমিতে চাষ করার জন্য গেলেন। যাওয়ার পথে, তার মনে পড়লো তার স্ত্রী তাকে মুরগীগুলোর খাবার দিতে বলেছিলেন। তাই তিনি আবার বাড়ি ফিরে গেলেন, মুরগীর খাবার নিলেন, এবং তাদের খেতে দিলেন। যখন তিনি মুরগীগুলোর খাবার দিচ্ছিলেন, তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন ছাগল বাধা খুটি-টি ভেঙ্গে গেছে। তিনি চিন্তিত হলেন কারণ যদি খুটি ঠিক করা না হয় তাহলে ছাগলটি যে কোন সময় হারিয়ে যেতে পারে। তিনি তার বাড়িতে যন্ত্রপাতি খুজতেঁ শুরু করলেন কীভাবে সেই খুটি ঠিক করা যায়। কিন্তু তিনি তেমন ভালো যন্ত্র খুজেঁ না পেয়ে; তার প্রতিবেশী মি. শন এর কাছে গেলেন, এবং তার কাছ থেকে কিছু যন্ত্র ধার চাইলেন। যেহেতু তিনি তার কাছে এসেছেন, এবং তিনি শুনেছেন মি. শন একজন নতুন বিশ্বাসী এবং তিনি খুব খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাই তিনি মি. শন এর সাথে কিছু সময় কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সকাল ১১:৩০ এর দিকে মি. শন এর স্ত্রী তাকে দুপুরে খাবার খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ দিলেন। কিন্তু মি. লিম তাদের অবস্থার কথা বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়ে নিলেন, এবং দ্রুত বাড়ি ফিরে তার পরিবারের সাথে দুপুরের খাবার খেলেন। তিনি দুপুরে কিছু সময় বিশ্রামের পর সেই খুটি ঠিক করতে গেলেন। সেই কাজ শেষ করার পর, তার স্ত্রী তাকে মনে করিয়ে দিলেন তাদের পাম্প ঠিক মতো কাজ করছে না এবং যেহেতু মি. লিমের যন্ত্রপাতি তার কাছে আছে তাহলে সে যেন পাম্পটিও ঠিক করিয়ে নেয়। দিন যখন শেষের দিকে, তিনি ইতিমধ্যে তার মেরামতের কাজ শেষ করেছেন। তবে, তিনি তার জমিতে চাষ করার জন্য যেতে পারলেন না। কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং চিন্তা করলেন আগামীকাল সকালের মধ্যে তিনি পাম্প মেরামত করার কাজ শেষ করতে পারবেন এবং যন্ত্রপাতি ফেরত দিয়ে দিতে পারবেন। তাহলে তিনি ভালোভাবে জমিতে পাম্প ব্যবহার করতে পারবেন।

- এই গল্পে কি ঘটেছে?
- এই গল্পে মি. লিম যা করেছেন সেগুলো কি খারাপ কাজ ছিলো নাকি দরকারি কাজ?
- যদি তার দিনগুলো এভাবেই চলে তাহলে কি সে তার জমিতে চাষ করতে পারবে?
- আপনারও কি এমন কোন দিন কেটেছে?
- কীভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি আমাদের এমন দিন আসবে না?

অনেক সময় আমাদের সম্প্রদায়ে সাহায্য করার সময়গুলো এই কৃষকের দিনের মত হয়ে থাকে। আমরা এক কাজ থেকে আরেক কাজের দিকে ছোটাছুটি করতে থাকি এবং কোনটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটা বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের সময় চলে যায়। কিন্তু প্রথমে আমাদের যে বিষয়টি চিন্তা করতে হবে বা সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটা হলো আমাদের ঠিক করে নিতে হবে কোন কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা ঠিক করে নেই কোন কাজটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কাজের জন্য সময়ের ভাগ করে নেয়াটা আমাদের জন্য খুবই উপকারী হবে।

- আগামী তিন মাসে কীভাবে আপনার সম্প্রদায়ে আল্লাহর রাজ্য তৈরী করবেন এবং তার জন্য কি কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপনাকে করতে হবে?
  - *মোনাজাত এবং আল্লাহর সাথে সময় কাটাতে হবে- আমাদের দৈনন্দিন কাজে আল্লাহকে সাথে রাখতে হবে যেন তিনি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বুঝতে সাহায্য করেন!*
  - *অন্যদের শিক্ষা দিতে হবে- যদি আমরা দেখতে চাই একই দেহের অর্ন্তভূক্ত হয়ে আছি তাহলে এই একই বিষয়ে অন্যদেরকেও শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি।*
  - *ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো- আমাদের নিয়মিত ভাবে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করা প্রয়োজন।*
  - *একে অন্যকে শক্তিশালী করা এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিয়মিত ঈসার দেহের অংশস্বরূপ আমাদের দেখা করতে করতে এবং কথা বলতে হবে।*

দেখা করা

দলীয় আলোচনা

এই অধ্যায়ে, আমরা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের দিকে আলোকপাত করতে চাই। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের জন্য আপনার ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষেত্রে, একটি দল বা কিছু সংখ্যক লোকের সাথে আপনার নিয়মিত একত্রিত হওয়ার জন্য তাদের বেছে নিতে হবে। সাধারণত, এটি জামাত কমিটি এবং সাধারণ কমিটির সভা চলাকালীন ঘটতে পারে যদি তারা নিয়মিত ভাবে একত্রিত হয়ে থাকে।

- যখন আমরা একত্রিত হব তখন আমরা কি কি করবো?

- মোনাজাত করবো- আমাদের সমাজ/সম্প্রদায়ের পরিবর্তন আল্লাহকে ছাড়া সম্ভব নয়। যদি আমরা পরিবর্তনের বিষয়ে সুদৃঢ় হই তাহলে আমাদের একসাথে মোনাজাতে সময় কাটাতে হবে।
- কোন কোন বিষয়ে সমাজকে/সম্প্রদায়কে সাহায্য করা যায় তার কিছু ধারণা খুজেঁ বের করুন।
- ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের নতুন পদ্ধতির জন্য সিদ্ধান্ত নিন।

যখন আপনারা বসবেন তখন মোনাজাত করার এবং সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সময় নেওয়া উচিত। আপনার সাহায্য করা উচিত এবং কীভাবে সে সম্পর্কে মোনাজাত করুন। তদতিরিক্ত, আপনারা আগের ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং বোঝার চেষ্টা করুন সেখানে কী করতে পারেননি এবং কী করা উচিত ছিলো। পরবর্তীতে নতুন কি করতে পারেন?

ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ

দলীয় আলোচনা

একটি দল হিসেবে, ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের বিষয়গুলো পুনরায় দেখুন।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *যখন আপনি এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখবেন, দেখুন সবাই আগের ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের বৈশিষ্ট্যগুলো মনে করতে পারে কিনা।*

১. **আল্লাহ্‌র ভালোবাসা প্রকাশ করা**
আমাদের উদ্দেশ্য লোকদের পরিবর্তিত করা নয় (কারণ আমরা অনেক সময় আশা করি লোকেরা আল্লাহকে জানবে) বরং তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে। আমরা চাই না আমাদের ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরী করতে, যেমন আমরা তাদের জামাতে যোগদানের জন্য জোড় করতে পারি না।

২. **আল্লাহ্‌র বাধ্য থাকা**
মাঝে মাঝে আল্লাহ্ আমাদের যে কাজ করতে দেন সেই কাজগুলি আমাদের নিজেদের বুদ্ধিতে কোন অর্থবহণ করে না। আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য কি করবো সেটা আমরা নির্ধারণ করতে পারি না। পরির্বতে, আমরা সেটাই করতে চাই যা আল্লাহ্ আমাদের করতে বলেন- যেমন এই গ্যাঙ লিডারকে ভালোবাসা।

৩. **ছোট এবং সাধারণ**
যখন আপনি ভালোবাসার প্রকাশ করতে যাবেন তখন আমরা আপনাকে সাধারণ জিনিস ব্যবহারে উৎসাহিত করতে চাই যেন সেখানে লোকেরা সহজে অংশ নিতে পারে।

৪. **স্থানীয় উপাদান ব্যবহার করা**
আমরা সম্প্রদায়ে পাওয়া যায় এমন উপাদান ব্যবহার করবো। নিজেদের উপাদান ব্যবহার করা-বরং বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করা থেকে- আমাদের সম্প্রদায়ে বেশী ভালোবাসা প্রকাশ করতে সাহায্য করবে। যখন আমরা আমাদের চারপাশের জিনিস ব্যবহার করি তখন সেখান থেকে আল্লাহ দ্বিগুণ করেন।

৫. **আল্লাহর শক্তিতে চলা**
যদি আমরা শুধু নিজেদের শক্তিতে কাজ করি তাহলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বো। আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতে হবে যেন তিনি আমাদের শক্তি দেন।

৬. **যত বেশী সম্ভব অন্যদের অংশগ্রহণ করান**
ভালোবাসা প্রকাশের জন্য যত বেশী পারেন লোকদের অন্তর্ভূক্ত করুন, শুধুমাত্র একজন দানশীল ব্যক্তি হিসেবে নয় কিন্তু যেন তারা নিজেদের বুদ্ধি এবং শক্তি দিয়ে সাহায্য করতে পারে। আমরা দেখতে চাই আমাদের সমাজে/সম্প্রদায়ে ঈসার দেহ হিসেবে সবাই একসাথে কাজ করছে।

৭. **এমনভাবে কাজ করা যা আল্লাহকে প্রশংসা দেয়**
আমাদের কাজের শেষে সকল গৌরব যেন আল্লাহ্ পান এবং গৌরব আমরা তাঁকেই দিবো।

এবার অনুশীলনী ৪-এ পরিবর্তনের তালিকাটি দেখুন যেখানে আপনি আপনার সমাজে/সম্প্রদায়ে কি কি পরিবর্তন দেখতে চান তা লেখা আছে।

মোনাজাত

একটি দল হিসেবে, মোনাজাত করুন এই তালিকা থেকে অনন্ত একটি বিষয় হলেও বাস্তবে রূপ দিতে পারেন। আল্লাহ্ কি বলেন সেটা শোনার চেষ্টা করুন এবং তিনি কি বলেছেন সেটা সকলের কাছে বলুন।

পরিকল্পনা করুন:

শিক্ষার্থী সহায়িকাতে আপনার ভালোবাসা প্রকাশের ধাপগুলো দেখুন। এরপর একটি ভালোবাসা প্রকাশের ধাপ নির্ধারণ করুন যেটা আপনারা বাস্তবে রূপান্তর করতে চান।

ভালোবাসা প্রকাশের ধাপ

১ম ধাপ: মোনাজাত

প্রথমে যে কাজটি করতে হবে তা হলো মোনাজাত। মোনাজাত করার জন্য আপনারা সময় নিন। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের জন্য আপনি কি করবেন তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করুন। মনে রাখবেন আপনাকে কয়েক মিনিট নীরবে কাটাতে হবে আল্লাহ্‌র রব শোনার জন্য।

২য় ধাপ: একটি কার্যক্রম ঠিক করা

একটি দল হিসেবে, চিন্তা করে দেখুন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আপনারা কি করতে পারেন। আল্লাহ্ কি আপনাদের কোন বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন? আপনার মধ্যে কারো কোন ধারণা আছে একটি ভালো ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের, তাহলে তাদের সেটা বলতে উৎসাহিত করুন। সেই সাথে ৫ম অধ্যায়ে: আল্লাহ্ জামাতকে সাহায্য করতে চান, এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে: আপনার কোন কোন প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারি, যে তালিকা তৈরী করেছেন সেটাও একবার দেখতে পারেন। একসাথে, একমত হন যে বিষয়ে আল্লাহ্ আপনাদের পরিচালনা করেন।

যখন আপনি একটি বিষয় ঠিক করবেন, মনে রাখবেন কাজটি একদিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। কোন কোন দল অনেক বড় কিছু চিন্তা করে। চিন্তা করে দেখুন একদিনের মধ্যে, স্থানীয় উপায় ব্যবহার করে এবং অধিক সংখ্যক লোক নিয়ে কি কাজ করতে পারবেন।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *যদি আপনারা কোন ছোট দলে ভাগ হয়ে পরিকল্পনা করেন, তাহলে প্রত্যেক দল থেকে তাদের ধারণা বা উপায়গুলি শুনুন।*

- এই কাজ থেকে কি ভালোবাসা প্রকাশ পাবে?
- এটা কি ছোট এবং সহজ?
- আশেপাশে যা কিছু আছে সেটা ব্যবহার করে কি কাজটা করা সম্ভব?
- এখানে অনেক লোক অংশ নিতে পারবে?

৩য় ধাপ: একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা

নিচের প্রশ্নগুলি আলোচনা করুন। যদি সম্ভব হয়, কেউ সম্ভাব্য উত্তর গুলো রেকর্ড করুক যেন ভুলে না যায়।

- আপনারা কি করতে যাচ্ছেন?
- আপনাদের কি কি জিনিস প্রয়োজন? এগুলো আপনারা কোথায় পাবেন? কে এগুলো নিয়ে আসবে?
- আপনারা কাদের সাহায্য করতে যাচ্ছেন?
- এখানে কারা কারা অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে? কে সকলকে আমন্ত্রণ জানাবে?
- আপনারা কোন তারিখে এটি করবেন?

শিক্ষকের নির্দেশনা : *যদি আপনারা কোন ছোট দলে ভাগ হয়ে পরিকল্পনা করেন, তাহলে প্রত্যেক দল থেকে তাদের ধারণা বা উপায়গুলি শুনুন। তাদের পরিকল্পনাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে এমন কোন পরামর্শ আছে কিনা সেই বিষয়ে সকলকে মতামত দিতে দিন।*

৪র্থ ধাপ: মোনাজাত

যখন আপনাদের সমস্ত পরিকল্পনা লেখা শেষ হয়ে যাবে, তখন আবারও মোনাজাত করার জন্য সময় নিন। আল্লাহকে বলুন যে প্রজেক্টটি আপনি হাতে নিয়েছেন সেটা যেন ভালোভাবে শেষ করতে এবং এর দ্বিগুণ হতে তিনি যেন সাহায্য করেন। মোনাজাত করুন যেন আল্লাহর নাম গৌরবান্বিত হয়। পরবর্তী সপ্তাহে বা দ্বিতীয় সপ্তাহে, যখন আপনি আপনার প্রজেক্টের জন্য প্রস্তুতি নিবেন, সেই সময়গুলোতে আপনার মোনাজাত করা প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্যের জন্য।

শিক্ষকের নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন, এখন আরও দুটি ধাপ বাকি আছে যেটা আমরা এখন শেষ করবো না। এরপর সেই দুটি ধাপের বর্ণনা পড়তে শুরু করুন।*

৫ম ধাপ: প্রজেক্টটি বা কাজটি শুরু করুন

আপনাদের পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু করুন। মোনাজাতের মাধ্যমে দিন শুরু করুন এবং আপনাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ্র নামে উৎর্সগ করুন। মনে রাখবেন আপনি এই কাজটি করছেন কেবল আল্লাহর ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য। আপনার উদ্দেশ্যের সাথে মানিয়ে যায় এমন ব্যবহার বজায় রাখুন।

৬ষ্ঠ ধাপ: মূল্যায়ন এবং রিপোর্ট

শেষ ধাপটি হলো মূল্যায়ন এবং রিপোর্ট করা। কেন আমাদের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন? কারণ এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষা লাভ করি। আমরা এর মাধ্যমে চিন্তা করতে পারি কিভাবে আরও ভালো করতে পারি এবং কোথায় আমাদের উন্নতি করা প্রয়োজন। এটা অনেক বেশী সময় নিবে না; আপনি হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলি আলোচনা করতে পারেন:

- কোন বিষয়টি ভালো ছিলো?
- কোন বিষয়টি ভালো ছিলো না?
- আপনাদের পরিকল্পনায় কোথায় উন্নয়ন করা প্রয়োজন?
- আপনার সন্তুষ্টজনক প্রতিক্রিয়া ছিলো? যদি না হয় তাহলে কেন?
- আপনাদের কাজের মাধ্যমে কি আল্লাহ প্রশংসিত হয়েছিলেন?

মোনাজাত

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ করুন- একসাথে করতে পারেন , ছোট দলে করতে পারেন অথবা জোড়ায় জোড়ায় করতে পারেন যদি সময় থাকে।*